অনুক্ত

(একাঙ্ক নাটক সংকলন)

সুকৃতি রায়চৌধুরী

দি বুক হাউস

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

অমুক্ত

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৬৬ সন ॥

প্রকাশক :
শ্রীসুনীলচন্দ্র রায় চৌধুরী

মুদ্রাকর :
শ্রীবিনয় কুমার বসু
মার্কেনটাইল
ষ্টেশনার্স সিণ্ডিকেট
৮৬, সুরেশ সরকার রোড,
কলিকাতা-১৪

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীশচীন বিশ্বাস

উৎসর্গ



অধ্যক্ষ প্রশান্তকুমার বসু

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

এই লেখকের লেখা : -

তপোময় তুষারতীর্থ—ভ্রমণ কাহিনী

অনির্বাণ—পূর্ণাঙ্গ নাটক (অচির প্রকাশিতব্য)

একটি গোলাপ নানা রঙ—গল্পগ্রন্থ (অচির প্রকাশিতব্য)

ভূমিকা

স্নেহাস্পদ নাট্যকার সুকৃতি রায়চৌধুরী তাঁর 'অনুরক্ত' নামক এই নাট্যসংকলনের ভূমিকা লিখে দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু তাঁর এই রচনাগুলি পড়ে মনে হচ্ছে ভূমিকার বিশেষ কোন আবশ্যক ছিল না। আলো যদি জ্বলে, সেটা আলো জ্বেলে দেখবার বা দেখাবার প্রয়োজন হয় না। এই নাট্যসংকলনের নাটিকা তিনটির সার-সংকলন করে দিয়েই আমি বিদায় নিচ্ছি এই আশা নিয়ে যে, দর্শক ও পাঠক সমাজ এই তরুণ নাট্যকারটিকে মুগ্ধচিত্তেই 'সুস্বাগতম' বলে অভিনন্দন জানাবেন।

যে কোন পিতার পক্ষে যেমন আক্রমণে জীবন উৎসর্গীকৃত পুত্রের জন্য গৌরব অনুভব করা স্বাভাবিক, তেমনি নৈতিক অধঃপতনের জন্য কারাবাসে দণ্ডিত পুত্রের জন্যও মনে মনে ক্ষোভ প্রকাশ করাও স্বাভাবিক। এমনই এক ঘটনা রজতের জীবনেও ঘটেছিল। ঘটনাচক্রে ঐ পুত্রের কারাবাসের আসল তথ্যটি প্রকাশ পাবার পর মিলনের রাগিনী যখন বেজে উঠতে যাচ্ছে, তখনই পিতৃস্নেহে বঞ্চিত অথচ পিতার প্রতি পরম শ্রদ্ধায় তাঁর ভুল ধারণাকে অটুট রাখতেই সত্যগোপনকারী সদ্য কারামুক্ত পুত্র আবার জনারণ্যে আত্মগোপন করে। 'অতথ্য' নাটিকায় একদিকে পিতার প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি ও অন্যদিকে পুত্রের জন্য সকরুণ মমতায় নাট্যকার আমাদের অন্তর ভরিয়ে তোলেন।

জীবনের নানা অভিজ্ঞতা থেকে বিচিত্র উপকরণ সংগ্রহ করে অবনীশ নাটক লেখে। যদিও কল্পনার রঙীন আকাশে মাঝে মাঝে নাট্যকারকে বিচরণ করতে হয়, তবু নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপও

তার নাটকে অতর্কিতে এসে পড়ে। নাট্যকার অবনীশের নাটক পাঠ করে তার স্ত্রী অলকার মনে সংশয় কাটে এবং এক আশ্চর্য পরিবর্তন আসে। কেমন করে তাদের দুজনের ভুল বোঝাবুঝির ইতি হল, সেই সুন্দর পরিণতির কথা এই নাটকে ব্যক্ত হয়েছে নিপুণভাবে। 'অন্বয়' নাটিকায় এক মনের সঙ্গে অন্য মনের সত্যিকারের অন্বয় সাধনের এক নবতম পরীক্ষার ইঙ্গিত দিয়েছেন নাট্যকার।

অনুক্ত বাণীর ব্যঞ্জনার মূল্য বোধ হয় জীবনে সবচেয়ে বেশী। অপরকে আনন্দদানের জন্য আগ্রহান্বিত উদারচিত্ত যে মানুষ একমাত্র পুত্রের রোগাক্রান্ত হবার সংবাদটি নিকটতম বন্ধুদেরও না জানিয়ে দিনের পর দিন রিহার্সালে যোগদান করতে পারেন, তিনি যে অভিনয় শিল্পকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন তাতে কোন সংশয় নেই। তিনিই সত্যিকারের জীবন শিল্পী। অপরের জন্য স্বার্থত্যাগের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত আত্মভোলা মানুষ তার জীবনের বেদনাঘন মুহূর্তকে কি ভাবে সহজে ভুলতে পারেন এবং সকল আঘাতকে পরম সহিষ্ণুতায় বুক পেতে নিতে পারেন, 'অনুক্ত' নাটিকায় সেটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬ ২২৯সি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬	শ্রীমন্মথ রায় সভাপতি, নাট্যকার সংঘ

নাট্যকারের কথা

আমার প্রথম একাঙ্ক নাটক সংকলন প্রকাশিত হল। নব নাট্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে, গত কয়েক বছর ধরে নতুন নাটক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন বেশ কয়েকটি নাট্যসম্প্রদায়। ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে কেউ কেউ যথেষ্ঠ সুনামও অর্জন করেছেন। এই সময়ের মধ্যে মননধর্মী বা আইডিয়াধর্মী নতুন নাটক বহুপরিমাণে লিখিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। একথা জোরের সঙ্গেই বলা যায় যে সাম্প্রতিক বুদ্ধিগ্রাহ্য ও রসোত্তীর্ণ নাটকের দ্বারা বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ এবং আপন মহিমায় বিশ্বের অন্যান্য নাটকের পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। শুধু তাই নয়, আনন্দের কথা এই যে নাটকের পাঠক সংখ্যা আগেকার চেয়েও অনেক বেড়েছে, বেড়েছে বুদ্ধিজীবি সচেতন দর্শক সংখ্যা।

প্রবীণ নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় স্নেহবশে ভূমিকাটি লিখে দিয়েছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

নাটক লেখার জন্য সবচেয়ে বেশী উৎসাহ পেয়েছি বিভিন্ন নাট্য সম্প্রদায়ের সভ্য ও অভিনয় উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে। নতুন নাটকের চাহিদা প্রধানত তাঁদের তরফেই হয়েছে। তাঁদের চাহিদা না থাকলে এ নাটকগুলো হয়ত লেখাই হত না। বিশেষ করে কারও নামোল্লেখ না করে আমি সকলের কাছেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

'মেয়েদের কাগজ', 'রূপলেখা', 'দীপালী' প্রভৃতি পত্রপত্রিকা আমার বিভিন্ন নাটক প্রকাশিত করে কম উৎসাহ দেন নি। তাঁরাও আমার ধন্যবাদার্হ।

'সুরে সুরে·········' গানটিতে সুর দিয়েছেন অগ্রজপ্রতিম শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে আমার আন্তরিক প্রীতি জানাই।

পরিশেষে জানাই, আমার প্রথম কৌতুক নাটক 'মায়ামৃগ' প্রকাশিত হবার সময়ে চাকুরীগত ও অন্যান্য কয়েকটি বাধা থাকায় নাট্যকার হিসেবে স্বনাম ব্যবহৃত হয়নি। এই সময় থেকে কিছুকাল আমার যাবতীয় রচনা 'সুব্রহ্মণ্য' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছে। ছদ্মনাম গ্রহণ করার পেছনে আর কোন উদ্দেশ্য বা যুক্তি ছিল না। যে বাধার জন্য ছদ্মনাম গ্রহণ করতে হয়েছিলো, তা একসময়ে অপসৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই পুনরায় আমার স্বনামে বিভিন্ন রচনা প্রকাশ করবার সুযোগ পাই। অন্যান্য রচনার সঙ্গে সেই কারণেই এই সংকলনটিও স্বনামে প্রকাশিত হল।

সুধী পাঠক ও নাট্যামোদী বন্ধুদের যদি এটি ভাল লাগে, তাহলে শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

২৪, চক্রবেড়িয়া লেন,
কলিকাতা-২০

সুকৃতি রায়চৌধুরী

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

অতথ্য



(রচনাকাল : ১২.৮.৫৭ হইতে ১৭.৯.৫৭)

— ঃ চরিত্র ঃ—

রজত	...	গৃহস্বামী
অবনীশ	...	ঐ পুত্র
গোবিন্দ	.	ঐ ভৃত্য
শুভেন্দু	...	ঐ বন্ধু
অলকা	...	শুভেন্দুর কন্যা

* * *

'রূপায়ণ' নাট্যসংস্থা কর্তৃক ২৩৯৫৭ তারিখে 'থিয়েটার সেণ্টার' মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীবৃন্দের নাম যথাক্রমে

রজত	...	শ্রীসুধীর সরকার
অবনীশ	...	শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন বসু
গোবিন্দ	...	শ্রীশঙ্কর রায়চৌধুরী
শুভেন্দু	...	শ্রীসত্যেন সরকার
	এবং	
অলকা	...	শ্রীমতী চিত্রা দেবী

অতথ্য

—)০(—

[সোফা চেয়ার ইত্যাদিতে সুসজ্জিত একটি বৈঠকখানা ঘরের মাঝামাঝি একটি জানলা এবং দুপাশে দুটি দরজা। দেওয়ালে একটি যুবকের ফটো। এক কোণায় একটি বুকসেলফ। যবনিকা উঠতে দেখা গেল রজত খবরের কাগজ পড়ছে।]

রজত। কই রে গবা, চা হল ?

[নেপথ্যে গোবিন্দ সাড়া দেয়—আজ্ঞে যাই] আশ্চর্য, চায়ের জন্যে তাগাদা দিতে দিতে প্রাণ যায়। [গোবিন্দর ট্রে হাতে প্রবেশ] এত দেরী করিস কেন ?

গোবিন্দ। দেরী কি আর সাধে হয় !

রজত। থাক থাক। তোমায় আর অজুহাত দিতে হবে না। গয়লা দুধ দিতে দেরী করে, কয়লা খারাপ—এসব ঢের শুনেছি।

গোবিন্দ। আজ্ঞে ঘুঁটেতে শুদ্ধু ভেজাল।

রজত। তার মানে ! আবার একটা নতুন অজুহাত বের হল বুঝি ?

গোবিন্দ। আজকাল গোবরের সঙ্গে মাটি মিশিয়ে ঘুঁটেতে ভেজাল দেয়।

রজত। ঘুঁটেওলার আর দোষ কি। তোমার মাথায় যে বিশুদ্ধ গোবর আছে, তাই না হয় খানিকটা দিও তাকে। যত সব! [নেপথ্যে কড়ানাড়ার শব্দ হল] দেখ তো কে এল! [গোবিন্দ গিয়ে বাইরের দরজা খুলে দিতে শুভেন্দুর প্রবেশ] আরে শুভেন্দু যে, এসো, এসো। গবা আর এক কাপ চা দিস।

শুভেন্দু। এঃ, তুমি একেবারে বুড়ো হয়ে গেছ।

রজত। তুমিই বা কি জোয়ানটা আছ শুনি।

শুভেন্দু। গোবিন্দ ভাল আছ। আমায় চিনতে পারো?

গোবিন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ। [গোবিন্দর প্রস্থান]

শুভেন্দু। কি বলছিলে, জোয়ান? জানো আমি এখনও ভোরে পাঁচ-ছ'মাইল হাঁটি। এক সের দুধ খাই আর—

রজত। থাক থাক। দেশে ফিরলে কবে তাই বল। কদিন আছ।

শুভেন্দু। কদিন কি। বরাবরের জন্য চলে এলুম। রিটায়ার করেছি।

রজত। তাই নাকি।

শুভেন্দু। হ্যাঁ। দিনকতক হল এসেছি।

রজত। খবরটবর না দিয়ে—তা যা হোক, ভালই হয়েছে। দেশের ছেলে দেশে ফিরে এসেছো, খুবই আনন্দের কথা।

শুভেন্দু। কদিন ধরেই ভাবছি তোমার এখানে আসব, তা কিছুতেই আর হয়ে উঠছে না। বিনোদ, প্রকাশ, অরবিন্দ, এদের খবর কি। কে কে রিটায়ার করল?

রজত। হবে হবে। ব্যস্ত কেন। সকলের সঙ্গেই দেখা হবে। কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল বলদিকিনি।

শুভেন্দু। তা ধর, বছর পনের। অলকা যখন পাঁচ বছরের, তখন গেছি। এখন তুমি অলকাকে চিনতেই পারবে না।

রজত। তাকে নিয়ে এলে না কেন ?

শুভেন্দু। আরে, আমরা তো একসঙ্গেই বেরিয়েছি। পথে ওর এক বন্ধুর বাড়ী দেখে, ওদেরও তো অনেকদিন দেখাশোনা নেই, ও তাদের বাড়ীতেই গেল। তাকে বলেছি ফেরবার সময় এখানে চলে আসতে। একসঙ্গে ফিরব।

রজত। বেশ বেশ। চাকরী নিয়ে অনেকেই বিদেশে যায়, কিন্তু তোমার মত এমন দেশছাড়া আর হতে দেখিনি কাউকে।

শুভেন্দু। প্রথম প্রথম দেশে আসবার ইচ্ছে হত। কিন্তু মানচিত্রের দিকে তাকালেই মনে হত কোথায় যাব। দেশের কাণ্ড-কারখানা কাগজে দেখে ভাবতুম, নিজগৃহে পরবাসী হয়ে থাকার চেয়ে বাইরে চাকরী করা ভাল। দেখেছ তো, যত আক্রোশ বাংলার ওপর।

রজত। তবু জন্মভূমি জন্মভূমিই। যা হোল গিয়ে স্বর্গাদপী গরীয়সী।

শুভেন্দু। আসতে পারিনি তার আর একটা কারণ হচ্ছে ট্রান্সফার হয়ে অবধি নতুন জায়গাটা কেমন ভাল লেগে গেল। যাকে বলে—

রজত। মোহ। বুঝেছি, খুব হয়েছে। আসলে তুমিও একটি ভেজাল হয়ে গেছ।

শুভেন্দু। ভেজাল ? [গোবিন্দ চা রেখে যায়]

রজত। গবা বলে ঘুঁটেতে ভেজাল ; তাই চা দিতে দেরী হয়। হাঃ হাঃ— [দুজনে হাসে]

শুভেন্দু। তা যা বলেছ। বেশীর ভাগ লোকেই বলে ঘুমোলে ক্ষিধে হয় না। বেড়িয়ে এলে ঘুম হয় না, খেলে হজম হয় না। হাঃ হাঃ হাঃ—

রজত। আহার, বিহার, নিদ্রা সবেতেই ভেজাল বলতে চাও, হাঃ হাঃ হাঃ। সে যাক্, তোমার এই দেশে না ফেরা দেখে আমি ভেবেছিলুম, তুমি হয়ত কর্মস্থানেই ডোমিসাইল্ড হয়ে গেলে।

শুভেন্দু। প্রায় হতে বসেছিলুম, কিন্তু মজা হচ্ছে, হোম সিকনেশ যাবে কোথায়। মোহ কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত এখানেই পার্মানেণ্ট সেটলমেণ্ট করতে এলুম। শোন বলি, এখন প্রধান কাজ হচ্ছে, মেয়েটার বিয়ের ব্যবস্থা করা। ওর বিয়ের পর প্রধান কাজ হচ্ছে, জমি দেখা।

রজত। সত্যি সত্যি তাহলে এখানেই বসবাস করবে।

শুভেন্দু। হ্যাঁ। তারপর বুঝেছ—

রজত। কি।

শুভেন্দু। বাড়ীটি তৈরী হয়ে গেলেই প্রধান কাজ হচ্ছে তীর্থে বেরিয়ে পড়া।

রজত। আর ঘুরতে ঘুরতে আবার হোম সিকনেশ হলেই প্রধান কাজ হচ্ছে ফিরে আসা—হাঃ হাঃ হাঃ।

শুভেন্দু। হাঃ হাঃ হাঃ যা বলেছ। আপাততঃ প্রধান কাজ হচ্ছে মেয়ের বিয়ে।

রজত। পড়াশোনা করে তো।

শুভেন্দু। হ্যাঁ। এবারে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেছে।

রজত। তা বেশ তো।

শুভেন্দু। ভাবছি এবারে একটা সুপাত্র দেখে পার করে দিই।

রজত। তা বেশ তো।

শুভেন্দু। ওর কিন্তু ইচ্ছে আরো পড়াশোনা করে। বলছে ডাক্তারী পড়ব।

রজত। তা বেশ তো।

শুভেন্দু। তুমি তো সবেতেই বলছ, তা বেশ তো। ডাক্তারীও পড়াব, আবার বিয়েও দিয়ে দোব!

রজত। এক কাজ কর। একটা ডাক্তার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দাও।

শুভেন্দু। সে আমি ভাবব। তোমার কি খবর বল। অবনীশ, অসিত, কি করছে এরা?

রজত। কি আর বলব।

শুভেন্দু। কেন কি হয়েছে।

রজত। (রাগত) হতচ্ছাড়া হতভাগা, আমার নাম ডোবালে।

শুভেন্দু। কি বলছ তুমি—কে?

রজত। ভাবতে বসলে আমারও মাথায় কিছু ঢোকে না। বাট ফ্যাক্ট্স্ আর ষ্ট্রেঞ্জার ছান ফিক্শন। বরাবরই দুরন্ত, তা বলে এত নীচে নামবে, এটা আমি ভাবতেই পারিনি।

শুভেন্দু। কার কথা বলছ।

রজত। অবনীশ দশ বছর ধরে জেলের ঘানি টানছে।

শুভেন্দু। সে কি! অবনীশ জেলে।

রজত। মেয়াদ ফুরিয়ে এল বোধ হয়।

শুভেন্দু। কিন্তু কি ব্যাপার। ঘটনাটা কি?

রজত। বলতে লজ্জা করে। Q.R.S. কোম্পানীতে টাকা লুঠ করতে গিয়েছিল। হতভাগার নাম উচ্চারণ করলেও জেলে যেতে হয়।

শুভেন্দু। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। Q. R. S. মানে কুমারেশ রঞ্জন সরকার—ব্যাঙ্কার্স এণ্ড জুয়েলার্স। সেখানে টাকা লুঠ করা—ওরে বাবা! সে যে ভীষণ ব্যাপার। কিন্তু এ দুর্মতি হল কেন।

রজত। আমার মুখোজ্জ্বল করবে বলে। এভাবে আমার মুখে চুণকালী দেবে জানলে আই উড্ হ্যাভ নিপ্ড্ হিম্ ইন্ দি বাড্।

শুভেন্দু। আঃ, কি বলছ তুমি।

[দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে]

শুভেন্দু। অসৎসঙ্গে মিশে না হয় একটা ভুলই করে ফেলেছে।

রজত। ভুল ? এটাকে তুমি ভুল বলতে চাও।

শুভেন্দু। তাছাড়া কেনই বা সে একাজ করতে যাবে।

রজত। মতিচ্ছন্ন হয়েছিল আর কি। ও যখন তিন বছরের, তখন ওর মা বাবা দুজনেই মারা যান। নিজের ছেলের মত মানুষ করেছি ওকে।

শুভেন্দু। সে তো আমি জানি। তুমি যে ওর জন্মদাতা নও, তা বোধ করি সে জানে না।

রজত। না জানে না। তাকে জানতে দিই নি। সেবা সংঘের এক অনাথ বালককে আশ্রয় দিয়েছিলুম কেন, তুমি তো সব জান।

শুভেন্দু। জানি ভাই। তোমারই অসতর্কতায় প্রাণ দিয়েছেন ওর বাবা-মা। অবনীশকে প্রতিপালনের ভার নিয়ে তুমি তোমার কর্ত্তব্যই করেছ।

রজত। কি দরকার ছিল ঐ অনাথ ছেলেটিকে বাড়ীতে আনবার। তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলুম মানুষ হবে বলে। কিন্তু মানুষ হল না, হল একটা বনমানুষ।

[কারও মুখে কোন কথা নেই]

শুভেন্দু। অসিত কি করছে এখন।

রজত। ওই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। মানুষের মত মানুষ হতে পেরেছিল।

শুভেন্দু। পেরেছিল? কোথায় সে?

রজত। অনেক দূরে। সব সময় তার কথা মনে হয়।

শুভেন্দু। বুঝেছি। পনের বছর পরে তোমার সঙ্গে দেখা। আমি এর কিছুই জানতুম না। অসিত যে নেই—

রজত। আছে। সে আছে। ওই যে [ছবিটা দেখিয়ে দেয়] বিধাতার কি নিষ্ঠুর পরিহাস। এদিকে বাঁদরটা জেলে গেল আর ওদিকে অসিত সেবা সংঘে নাম লিখিয়ে এল।

শুভেন্দু। চাকরী ছেড়ে সেবা সংঘেই বা যেতে গেল কেন।

রজত। সে এক ট্র্যাজেডী। বিলিতি কোম্পানী হঠাৎ ব্যবসায় বন্ধ করে দিলে। বেকার হয়ে মনমরা হয়ে বসে থাকত। তাই ও যখন সংঘে যেতে চাইল আমি আপত্তি করিনি। ভাবলুম, বসে থাকার চেয়েও একটা কাজ নিয়ে থাকা বরং ভাল।

শুভেন্দু। তা অবশ্য ঠিক। তবে অন্য জায়গায় চাকরীর চেষ্টা করলে—

রজত। চাকরীর চেষ্টাও করছিল। তবে চাকরীর বাজার জান তো। তাই ভাবলুম—

শুভেন্দু। রিলিফ সংঘ, অনাথ আশ্রম, এসবের প্রতি তোমার একটু দুর্বলতা আছে। তুমি নিজে ছেলেবেলায় কত জায়গায় ভলান্টিয়ার হয়েছিলে, আমি তো জানি। বিশেষ করে ঐ ঘটনার পর এটা স্বাভাবিক।

রজত। অসিতও এর আগে রিলিফের কাজ করে কত লোককে বাঁচিয়েছে। এবারে আর নিজেকে বাঁচাতে পারল না।

শুভেন্দু। আহা, এমন ছেলেটাকে ভগবান কেড়ে নিলেন।

রজত। সে যায়নি ভাই। সে আছে। প্রতিটি সেবকের মধ্যে আমি তাকে দেখতে পাই। ওর মা আজ নেই, থাকলে বুঝতে পারত, কৃতী সন্তানের জননী হতে পারা কতখানি গৌরবের।

শুভেন্দু। আমি ভাবছি তোমার স্নেহে তোমার যত্নে মানুষ হয়ে একজন আর একজনের ঠিক বিপরীত হোল কি করে।

রজত। তুমি তো জান, মা বাপের কাজ একসঙ্গে করেছি। ওই গোবিন্দ সবই জানে। সেও তো কম করেনি।

শুভেন্দু। কিন্তু কথা হচ্ছে, যে যাবার সে তো গেল। আর একজন তো মেয়াদ ফুরোলেই ফিরে আসবে। তার কথা কিছু ভেবেছ।

রজত। না।

শুভেন্দু। আমার মনে হয়, সে ফিরে এসে যদি আগেকার সেই পরিবেশ ফিরে পায়, ফিরে পায় তার ভালবাসা, স্নেহ আর—

রজত। তা কি করে সম্ভব।

শুভেন্দু। যদি তাকে আমরা সমাজ থেকে দূরে ঠেলে না দিই, তাহলে পাপের অতীত জীবনকে সে হয়ত ভুলে যেতে পারে।

রজত। যদি, হয়ত, এসব বাদ দিয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারো। পারো না। সে তো আর ছেলেমানুষ নয়।

শুভেন্দু। তাই তো বলছি। বড় হয়েছে, বোঝালে বুঝবে।

রজত। না। তাছাড়া পাপীর মন থেকে পাপপ্রবৃত্তি সহজে যেতে চায় না। Every sinner is not রত্নাকর to become a বাল্মীকি afterwards. আমি কোন সম্পর্কই রাখতে চাই না।

শুভেন্দু। তুমি উত্তেজিত হয়েছ। এ ঘটনায় তোমার পক্ষে বিচলিত হবার কারণ আছে। কিন্তু ভেবে দেখ, অনুতাপই সবচেয়ে বড় শাস্তি। অনুতপ্ত হয়ে সে যদি ক্ষমা ভিক্ষা করে, পারবে তুমি মুখ ফিরিয়ে থাকতে।

রজত। অনুতাপ, ক্ষমা, বেশ নাটকীয় কথা। তারপর, আরো কি কি আছে তোমার অভিধানে বল।

শুভেন্দু। কথাটা তা নয়।

রজত। পাপের পঙ্কিল পথে যে নেমেছে তাকে শোধরাবার সুযোগ আমি দিতে পারি, কিন্তু কালিমাখা পরিচয়টা কি তাতে মুছে যাবে। অসৎসঙ্গে যার আনন্দ, আমার ক্ষমার কি মূল্য দেবে সে। আমি ঠিক করেছি—তাকে দূর করে দোব।

শুভেন্দু। আমার তো সেখানেই আপত্তি। তাকে তুমি তাড়িয়ে দিতে পারো যখন খুশী, কিন্তু একটা সুযোগ তাকে দাও।

রজত। তুমি তার হয়ে এত ওকালতি করছ কেন আমি বুঝতে পারছি না।

শুভেন্দু। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি পুরোনো কথাকে একেবারেই মন থেকে মুছে ফেলতে চাও। তোমার কাছে কথাটা পাড়ব বলেই এসেছিলুম।

রজত। শুভেন্দু! আমি ভুলিনি, কিন্তু এর পরও—

শুভেন্দু। মেয়ে আমার।

রজত। না, না, এরপর তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ের প্রস্তাব উঠতেই পারে না। মানে, আমি উঠতে দিতে চাই না। আমি তোমাকে সমস্ত খুলে বলেছি যাতে তুমি বিরত হও।

শুভেন্দু। ও কথা এখন থাক। পুরোনো কথাটা তুমি যে ভোলোনি, আমি তাতে খুশী হয়েছি। এখন কথা হচ্ছে ছেলেটাকে একটু সুযোগ দেওয়া।

রজত। তুমি স্নেহে অন্ধ! কিন্তু বাপ হয়ে আমি, না, না, এ হতেই পারে না। অথচ ঐতো আর একজন। সেবা সংঘের সেক্রেটারী মহারাজের সঙ্গে দেখা হল সেদিন। অসিতের কথায় পঞ্চমুখে তার প্রশংসা করলেন। বলব কি, আনন্দে গর্বে আমার বুক ফুলে দশহাত হয়ে উঠল।

শুভেন্দু। হবারই কথা।

রজত। দাঁড়াও, তোমাকে একটা জিনিষ দেখাই। কাগজে ওর ছবি বেরিয়েছিল। [পুরোনো খবরের কাগজ ওর হাতে দেয়] সম্পাদকীয়টা পড়ে দেখো—A Glorious Death. [নেপথ্যে শোনা গেল—চিঠি আছে] ওরে গবা—

[গোবিন্দর প্রবেশ]

গোবিন্দ। কি বলছিলেন।

রজত। পিয়ন এসেছে, চিঠি নিয়ে আয়।

[গোবিন্দর প্রস্থান ও চিঠি হাতে পুনঃপ্রবেশ। রজতের হাতে চিঠি দিয়ে প্রস্থান। রজত চিঠি পড়ে ক্রমশঃ গম্ভীর হতে থাকে।]

শুভেন্দু। কাগজে আর কতটুকু লেখে।

রজত। আবার চিঠি দেওয়া হয়েছে। আমি যেন অভ্যর্থনা করবার জন্য বসে আছি। [চিঠি ছিঁড়ে ফেলতে যায়]

শুভেন্দু। ও কি! ছিঁড়ছো কেন? কার চিঠি?

রজত। পড়ে দেখতে পারো। [চিঠি দিল]

শুভেন্দু। আজ কত তারিখ! [ক্যালেণ্ডার দেখে] আরে, আজই তো সে আসবে। চিঠিটা আগেই আসা উচিৎ ছিল। যাই হোক—

রজত। না, সে আসবে না। আমি জানব সে নেই। তার কোন ঠাঁই নেই এখানে।

[গোবিন্দর প্রবেশ। কাপ ডিস তুলতে লাগল। কথা শুনে দাঁড়িয়ে যায়।]

শুভেন্দু। তার প্রতি তোমার মনোভাব আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু সে তো আর তা জানে না। জেলের জীবন পেছনে ফেলে হয়ত অনেক আশা নিয়ে আজকে সে এ বাড়ীতে আসবে। অবনীশকে তুমি সহজভাবেই গ্রহণ করো।

রজত। আমি তো বলেছি, তা হয় না।

গোবিন্দ। ছোটবাবু আসবে, কি মজা।

রজত। মজা, খুব মজা না?

গোবিন্দ। আজ আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে।

রজত। চুপ। ফের যদি ওই বাঁদরটার নাম উচ্চারণ করবি, তোকেও দূর করে দোব। মজা পেয়েছেন উনি।

গোবিন্দ। বাবু, ছোটবাবু যে—

রজত। আঃ বকিস নি। যা চলে যা। [কাপ ডিস নিয়ে গোবিন্দর প্রস্থান]

শুভেন্দু। আমার একটা কথা শুনবে ভাই।

রজত। এতক্ষণ তো শুনলুম। তোমার কথা হচ্ছে বাঁদরটাকে আদর আপ্যায়ন করে ঘরে নিতে হবে। এই তো ?

শুভেন্দু। না না সে কথা নয়।

রজত। তবে আবার কি কথা।

শুভেন্দু। বলছি কি তোমার মনের এই অবস্থায় দিনকতক বাইরে ঘুরে আসা দরকার। বন্ধু বা সঙ্গী হিসেবে না হয় আমি থাকব। নীলাচল, বিন্ধ্যাচল, হিমাচল—

রজত। তোমার সঙ্গে বাইরে যেতে বলছ।

শুভেন্দু। হ্যাঁ। বায়ুপরিবর্তনের সঙ্গে মনেরও খানিকটা পরিবর্তন হবে।

রজত। কথাটা তুমি মন্দ বলনি। পেনসেন নিয়ে অবধি বাইরে কোথাও যাইনি। তাছাড়া একটার পর একটা দেখছ তো।

শুভেন্দু। তুমি যাবে।

রজত। যাবো। আমারও আর এখানে ভাল লাগছে না ভাই।

শুভেন্দু। মন ভাল না থাকলে শরীরও ভাল থাকে না। তুমি কিছু ভেবোনা। সমস্ত ব্যবস্থা আমি করে দোব।

রজত। তোমাকেই সব করতে হবে। কিন্তু তোমার মেয়ে তো এখনো এল না !

শুভেন্দু। আসবে আসবে।

রজত। তা নয়। তোমার সঙ্গে এখন প্রায়ই দেখা হবে। একদিনে তো আর সব গল্প ফুরোবে না। মেয়েটা এসে পড়লে ভাল হত।

শুভেন্দু। তুমি কি কোথাও বেরোবে না কি ?

রজত। কবিরাজের বাড়ী যেতে হবে। নিয়মিতভাবে কবিরাজী ওষুধ খাচ্ছি যে।

শুভেন্দু। তা বেশ তো। চল আমিও তোমার সঙ্গে ঘুরে আসি। এরমধ্যে যদি অলকা এসে পড়ে, খানিকক্ষণ না হয় অপেক্ষা করবে।

রজত। তা, বেশ তো।

[শুভেন্দুকে দোর পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে রজত ফিরে এসে গোবিন্দকে ডাকে]

রজত। গবা— [গোবিন্দর প্রবেশ]

গোবিন্দ। আজ্ঞে।

রজত। আমরা দুজনে বেরুচ্ছি। আবার ফিরব। ওই বাঁদরটা যদি আসে, তাকে বলিস এখানে ঠাঁই নেই।

[চিঠিটা ছিঁড়ে বাস্কেটে ফেলে]

গোবিন্দ। আমাকে মাফ করবেন, আমি সেকথা বলতে পারব না।

রজত। তোকে বলতেই হবে। বলবি তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

গোবিন্দ। বাবু !

রজত। যা বলছি শোন। ফিরে এসে তাকে যেন দেখতে না পাই। আর দেখ আমাদের খোঁজে একটি মেয়ে আসবে। তাকে বসিয়ে রাখিস এখানে। [রজতের প্রস্থান]

গোবিন্দ। বাবুর সবেতেই বাড়াবাড়ি। ছেলেমানুষ অন্যায় করেছে, তার সাজাও তো পেয়েছে। নিজের ছেলে নয় তবু তাকে

কোলেপিঠে মানুষ করা হল। অথচ এখন দূর করে দিতে হবে। আর এই শক্ত কাজটি আমাকেই করতে হবে। আমার হয়েছে জ্বালা।

[গোবিন্দ দোর বন্ধ করে দিয়ে আসে। ছেঁড়া চিঠিগুলো একবার দেখে পরে বাস্কেটেই চিঠির টুকরো ফেলে দেয় এবং ভেতরে চলে যায়। এমন সময় কড়ানাড়ার শব্দ হল। গোবিন্দ গিয়ে দোর খুলে দিতে অবনীশের প্রবেশ। পরণে ময়লা পোষাক

অবনীশ। গবাদা।

গোবিন্দ। ছোটদাদাবাবু। একি চেহারা হয়েছে তোমার।

অবনীশ। বাবা কোথায়? আমার চিঠি আসেনি?

গোবিন্দ। হ্যাঁ। চিঠি পেয়ে বাবুর কি আনন্দ। ওরা বুঝি খুব খাটাতো তোমাকে।

অবনীশ। না। সে যাক্,—বাবা কোথায় গেলেন?

গোবিন্দ। এই তো ছিলেন। বললেন, গবা, ছোটখোকা আসছে—খুব ভাল করে রান্না কর। আমি যেই বলেছি তুমি কপির ডালনা, পায়েস এই সব খেতে ভালবাসো, ব্যস্, অমনি ছুটলেন বাজারে।

অবনীশ। আঃ কি আরাম। [সোফায় গা এলিয়ে দেয়]

গোবিন্দ। এখন আর শুচ্ছ কেন। চান সেরে খাওয়াদাওয়া করে একেবারে নিজের বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ো।

অবনীশ। দাঁড়াও, বাবা আসুন। শুলেই ঘুমিয়ে পড়ব যে।

গোবিন্দ। তা এক কাজ করো। একসঙ্গে না হয় খাওয়াদাওয়া করো—এখন ময়লা পোষাক ছেড়ে চানটা সেরে নাও।

অবনীশ। সে কথাটা মন্দ বলনি।

[অবনীশ কোটটা খুলে ফেলল। ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে নিজের হাতের লেখা দেখতে পেয়ে চিঠির অংশ কুড়িয়ে নেয়।]

অবনীশ। এ কি, আমারই চিঠি দেখছি। এ দশা কে করলে!

গোবিন্দ। আমি যাই তোমার বিছানাটা করে দিই।

অবনীশ। গবাদা। [গোবিন্দ মুখ নীচু করে করে দাঁড়িয়ে থাকে।] তুমি তাহলে যা বললে, কপির ডালনা, পায়েস, সব মিথ্যে। বাবা কোথায়? [নেপথ্যে কড়া নাড়ার শব্দ] ঐ দেখ বোধহয় বাবা এলেন।

[গোবিন্দ গিয়ে দরজা খুলে দেয়। অলকার প্রবেশ]

অলকা। আমার বাবা একটু আগে এ বাড়ীতে এসেছিলেন। তিনি কি চলে গেছেন।

গোবিন্দ। বাবুর বন্ধু তো। তিনি আর বাবু দুজনেই বেরিয়েছেন।

অলকা। আমি তাহলে যাই।

গোবিন্দ। আপনাকে যে বসতে বলে গেছেন। ওঁরা দুজনেই আবার ফিরবেন।

অলকা। তাই বুঝি।

গোবিন্দ। তা ছাড়া আজ বাড়ীতে মচ্ছোব। ছোটদাদাবাবু কতদিন পরে বাইরে থেকে বাড়ী এল। [অলকা বসে] আমাকে চিনতে পারোনি তো।

অলকা। ঠিক ঠাহর হচ্ছে না।

গোবিন্দ। আমি গবাদা। তোমাকে সেই কতটুকু দেখেছি। উনি বাইরে চলে গেলেন তারপর এই দেখা। কতবড় হয়ে গেছ তুমি।

অলকা। অনেকদিন দেখিনি। আমি তাই চিনতে পারিনি।

গোবিন্দ। আচ্ছা তোমরা বসো। আমি এক্ষুণি আসছি।

অবনীশ। গবাদা।

গোবিন্দ। একটুখানি বসো দিকিনি বাপু। [গোবিন্দর প্রস্থান]

অবনীশ। আপনাকে ঠিক—

অলকা। আমাকে চিনতে পারছেন না, এই তো। আমিও পারিনি। কিন্তু গবাদাকে যখন চিনতে পেরেছি তখন আপনার পরিচয় আর গোপন থাকে কি করে।

অবনীশ। আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন, কিন্তু গবাদা যাকে চেনে, আমি তো তাকে ঠিক—আচ্ছা আপনার ঠিকানাটা কি বলুন তো।

অলকা। এ বাড়ীর ছোটদাদাবাবু দেখছি আমাকে একেবারেই ভুলে গেছেন। আমার বাবার নাম শুভেন্দু মুখার্জি। পনের বছর পুণায় থাকবার পর—

অবনীশ। আরে অলকা, তুমি। এঃ ফ্রক থেকে শাড়ী। তারপর বাংলা ছেড়ে পুণায়, সত্যিই আমি ঠকে গেছি। জ্যেঠামশাই কেমন আছেন ?

অলকা। ভালই আছেন। বাবা আর কাকাবাবু দুজনেই বেরিয়েছেন, শুনলেন তো।

অবনীশ। হ্যাঁ, আশ্চর্য ! আমি চিঠি দিলুম, অথচ সে চিঠি—

অলকা। কি হয়েছে ?

অবনীশ। থাক, গবাদার কাছেই শোনা যাবে। তা এতদিন পরে কলকাতায় বেড়াতে এলে যে।

অলকা। বেড়াতে কে বললে। বাবা রিটায়ার করেছেন। আমরা বরাবরের জন্যে এখানের বাসিন্দা।

অবনীশ। বা:, ভালই হল।

অলকা। আপনার এ বেশ কেন? গবাদা বলছিল বাইরে থেকে এলেন।

অবনীশ। ও কিছু নয়। বেড়ার এপাশ আর ওপাশ আর কি।

অলকা। তবে যে শুনলুম মহোৎসব।

অবনীশ। গবাদার কাণ্ড তো। কি যে বলে, আমি নিজেই বুঝি না।

[গোবিন্দর প্রবেশ]

গোবিন্দ। চায়ের জল বসিয়ে এসেছি।

অবনীশ। এই যে গবাদা। আচ্ছা এই চিঠিটা—

গোবিন্দ। কোন কথা আমি শুনব না। আগে চানটা সেরে এসো দেখি।

অবনীশ। শোনো গবাদা, তুমি শুধু বল, এ চিঠিটা ছিঁড়ল কে? এটা আমার শোনা চাই।

গোবিন্দ। আচ্ছা গোঁ ধরেছ। এই দণ্ডে সেটা না শুনলে চলছে না। আমি তো আর পালাচ্ছি না।

অবনীশ। বেশ চিঠির কথা থাক, বাবা কোথায়?

গোবিন্দ। বলেছি তো।

অবনীশ। মনে হচ্ছে মিথ্যে বলেছ। চুপ করে থেকো না গবাদা।

অলকা। আমি না হয় আজ চলি।

গোবিন্দ। চায়ের জল বসিয়েছি। চা না খেয়ে যাওয়া হবে না।

অবনীশ। গবাদা, আমাকে স্পষ্ট করে বলো।

গোবিন্দ। অতই যখন শোনবার সাধ, তখন শোনো। তোমার মুখ দেখবেন না বলে বাবু বেরিয়ে গেছেন।

[অবনীশ ও অলকা চমকে ওঠে]

অবনীশ। কি বললে। আমার মুখদর্শন করবেন না।

অলকা। সে কি !

গোবিন্দ। হ্যাঁ। আর বলেছেন এ বাড়ীতে তোমার জায়গা নেই।

অবনীশ। এ আমি জানতুম [কোটটা হাতে নিয়ে অলকাকে বলে] আশ্চর্য হচ্ছ, না ?

অলকা। এ রকম একটা নাটকীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হব বলে প্রস্তুত ছিলুম না।

অবনীশ। জীবনটাই তো নাটক। কোথাও বিয়োগান্ত কোথাও মিলনান্ত। এ ক্ষেত্রে প্রথমটা—[বলতে বলতে দরজার কাছে যায়]

গোবিন্দ। ছোটদাদাবাবু আমার কথা শোনো। বাপের কথায় অত রাগ করলে চলে !

অবনীশ। আমি জেল ফেরৎ আসামী। আমার কথা উনি বিশ্বাস করবেন কেন। আমার চলে যাওয়াই ভাল।

গোবিন্দ। তবে এলে কেন। এই বুড়ো মানুষটাকে কাঁদিয়ে তোমার কি লাভ।

অবনীশ। আমায় ক্ষমা কর গবাদা।

গোবিন্দ। আমার মাথা খাও, তুমি চলে যেও না।

অবনীশ। গবাদা, ছেলেবেলায় তুমি কোলেপিঠে মানুষ করেছ। তোমার কথা আমি শুনব। দিব্যি দিতে হবে না।

* গোবিন্দ। এই তো লক্ষ্মী ছেলে।

অবনীশ। তোমার কথা আমি রাখব। চান করব, তবে জামাকাপড় নিতে বা কিছু খেতে বলো না তুমি। তা আমি পারব না।

[কোটটা রেখে দ্রুতপদে প্রস্থান]

গোবিন্দ। দেখলে তো কাণ্ড।

অলকা। হ্যাঁ। মহোৎসবের কারণটা জানা গেল। আচ্ছা উনি জেল ফেরৎ—এ কথার মানে কি।

গোবিন্দ। কি জানি বাপু। কথা নেই বার্তা নেই, একদিন পুলিশ এলো আর ধরে নিয়ে গেল।

অলকা। তোমরা ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করনি।

গোবিন্দ। সে কথা বলতে। বড় বড় উকীল ব্যরিষ্টার—সে কি কাণ্ড। আর ঠিক সেই সময়ে বড়দাদাবাবু গেলেন সংঘে।

অলকা। সঙ্গে ? কার সঙ্গে ?

গোবিন্দ। সঙ্গে নয় সংঘে। সেবা সংঘে।

অলকা। হঠাৎ সেখানে গেলেন কেন।

গোবিন্দ। কি জানি। ওই যে তার ছবি। তুমি বস, আমি চায়ের যোগাড় করি।

[গোবিন্দর প্রস্থান। অলকা উঠে ছবিটি ভাল করে দেখে।]

অলকা। হেঁয়ালীর মত লাগছে আমার কাছে। একটা কিছু গোপন রহস্য আছে। বাবা যে ছাই কখন আসবে।

[গোবিন্দর একটা কোটঝাড়া বুরুষ নিয়ে প্রবেশ]

গোবিন্দ। ওর অভিমানটাই বড় হল। নিজের জামাকাপড়টুকুও নেবে না। আমিও এ নোংরা পরে যেতে দোব না। [কোট ঝাড়তে থাকে]

অলকা। বেশ বুদ্ধি তোমার। ওই বলে বুঝি তাকে আটকিয়ে রাখবে।

গোবিন্দ। সেটা মন্দ হয় না। কিন্তু ও যা দুরন্ত ছেলে, ও ঠিক পালাবে। আমি ওকে চিনি। ওকে আটকিয়ে রাখা কি সহজ কথা। দেখি চেষ্টা করে।

অলকা। কিন্তু উনি জেলে গেলেন কেন আমি বুঝতে পারছি না।

গোবিন্দ। আমরাই কি বুঝেছি। বাবুর তো সেইজন্যেই অত রাগ। অথচ ঐ ছেলেকে এতটুকু বয়স থেকে মানুষ করেছি। ও যেদিন প্রথম এ বাড়ীতে এল—

অলকা। প্রথম এ বাড়ীতে এল ?

গোবিন্দ। না কিছু নয়। দেখেছো কোটের পকেটে কত জিনিষ ভরেছে। আমার হয়েছে মুস্কিল। তোমাকে চা খাওয়াব বলেছি। কোনদিকে সামলাই। এই সময় বাবু এসে পড়লে বেশ হয়। আজ সত্যি মচ্ছোব হবার কথা।

[কথা বলতে বলতে গোবিন্দ কিছু ময়লা কাগজপত্র অন্যমনস্কভাবে ঝুড়িতে ফেলে]

অলকা। পকেটের জিনিষগুলো ওখানে ফেলছো কেন গবাদা।

গোবিন্দ। ওই যাঃ। আমি ময়লা কাগজ ভেবে [ঝুড়ি থেকে একটা কাগজ কুড়িয়ে অলকার হাতে দেয়] দেখো তো এটাই কি ?

অলকা। এটা একটা চিঠি।

গোবিন্দ। কার, বাবুর না ছোটদাদাবাবু।

অলকা। না পড়ে তো বলা যাবে না।

গোবিন্দ। একটু পড়ে দাও দিকিনি। আমি যে পড়তে লিখতে পারি না।

অলকা। অপরের চিঠি পড়াটা কি ভাল? তুমি বরং ছোট-দাদাবাবুকেই দেখিয়ো।

গোবিন্দ। ওরে বাবা, পকেটে হাত দিয়েছি শুনলে আরো রেগে যাবে। তবে তো মুস্কিল হল।

অলকা। আচ্ছা দাও পড়ে দিচ্ছি। [চিঠি পড়তে থাকে] "স্নেহের অবু, বেকার হয়ে কিছুদিন বসে থাকার পর টাকা রোজগারের সহজ পথটাই বেছে নিয়েছিলুম। আমি এ কুকাজ করেছি জানলে বাবা দুঃখ পাবেন, তাই নিজের কাঁধে দোষটা নিয়ে তুই আমাকে ও বাবাকে বাঁচালি।"

গোবিন্দ। বড়দাদাবাবুর লেখা মনে হচ্ছে।

অলকা। "ভগবান তোর ভাল করবেন। আমি আর চাকরী করব না। সেবাসংঘের কাজে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দোব।"

গোবিন্দ। আর একবার পড় দিদিমণি। এ যেন বিশ্বাস হয় না।

অলকা। "স্নেহের অবু…………কাটিয়ে দোব।"

[আলাদা কাগজে লেখা সম্পূর্ণ চিঠিটা অলকা আবার পড়ে]

গোবিন্দ। দেখেছ দুই ভায়ের কাণ্ড।

অলকা। হঁ্যা। রাম লক্ষণের কাহিনী কোথায় লাগে!

গোবিন্দ। দাদার জন্যে বিনাদোষে মাথা পেতে শাস্তি নিলে, অথচ আদালতে এসব কথা কিছুই বলেনি।

অলকা। তোমার ছোটদাদাবাবু সত্যিই মহৎ।

গোবিন্দ। যেমন করেই হোক, ওকে আটকে রাখতেই হবে।

অলকা। ভাগ্যিস কোটটা ঝাড়তে গিয়েছিলে, তাই জেল ফেরৎ আসামীর আসল রূপটা ধরা পড়ল। কেউ জেল থেকে এসেছে শুনলে কি ভয়ই যে হয়। মনে হয়—

[অবনীশের প্রবেশ। শেষের কথা তার কানে গেছে]

অবনীশ। কি মনে হয়। না জানি এই বুঝি আস্তিনের ভেতর থেকে ছুরি ছোরা এই সব বেরিয়ে পড়ে।

অলকা। আমি বুঝি তাই বলেছি।

অবনীশ। ভয় নেই। কারও কোন ক্ষতি না করেই আমি চলে যাচ্ছি।

গোবিন্দ। হ্যাঁ। যাচ্ছি বললেই অমনি যাওয়া হচ্ছে। সব আমরা জানতে পেরেছি।

অবনীশ। কি ব্যাপার! কি জেনেছো।

গোবিন্দ। আমি নিজে বাবুকে এই চিঠি দেখিয়ে বলব—

অবনীশ। এ চিঠি তোমরা কোথায় পেলে? দেখি দেখি—

[অলকা চিঠি দিতে গেলে গোবিন্দ বাধা দেয়]

গোবিন্দ। দিও না দিদিমণি। আমাকে দাও, আমি বাবুকে দেখাব।

[অবনীশ ইতিমধ্যে চিঠি হস্তগত করে]

অবনীশ। না। তাহলে কি কাণ্ডটা হবে ভেবে দেখেছো। দাদার ও বাবার যে ধারণা সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। এ আঘাত কি বাবা সইতে পারবেন ভেবেছ?

অলকা। মাথা পেতে আপনি তো শাস্তি নিয়েছেন। এখন—

অবনীশ। একটা মিথ্যাচারণে দাদাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছি। আর একটা সত্য গোপন করে যদি বাবার বিশ্বাস অটুট রাখতে পারি, সেটাই বোধ হয় ভাল হবে।

অলকা। আপনার দাদা সেবাসংঘ থেকে ফিরে এসে যদি সব কথা বলে দেন।

অবনীশ। তা আর হবার উপায় নেই। যাকে বাঁচাবার চেষ্টা করলুম, সেই আমাদের ছেড়ে চলে গেল।

অলকা। তাই বুঝি। আমি জানতুম না।

গোবিন্দ। দাদাবাবুর কথা বলতে বাবু একেবারে অজ্ঞান। তিনি

তো এতশত জানেন না। সমস্ত খুলে জানালেই ল্যাঠা চুকে যায়। তুমি চিঠিটা দেবে কি না বলত।

অলকা। এ চিঠি আপনি কি করে পেলেন।

অবনীশ। জেলে থাকতেই এ চিঠি পেয়েছি। দাদা মারা যাবার পর দাদার এক বন্ধু লুকিয়ে এ চিঠিটা আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেন। দাদার স্মৃতি বলতে এটুকু আমার কাছে রাখতে দাও।

অলকা। চিঠিটা রেখে গেলেই বোধ হয় ভাল করতেন।

গোবিন্দ। বল. তুমিই বল।

অলকা। মাফ করবেন, আমি বোধ হয় আমার অধিকারের সীমানা ছাড়িয়ে ফেলেছি।

গোবিন্দ। তুমি ঠিক কথাই বলেছ।

অবনীশ। বেশ এই রইল চিঠি। হয়ত বাবা এটাকে জাল চিঠিই ভেবে বসবেন। আমি চলি গবাদা।

গোবিন্দ। ছোটদাদাবাবু! [দুজনে আলিঙ্গন করে ও অবনীশ ত্রস্তপদে বেরিয়ে যায়] ছোটদাদাবাবু—

অলকা। পিছু ডেকো না। [জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল]

গোবিন্দ। তুমি কি একাই বসে থাকবে?

অলকা। না। আমিও চলি। বাবা এলে বলো—

গোবিন্দ। বাবু তাহলে আমাকে বকুনি দেবেন। তুমি বরং আর একটু বোসো। খুব অবাক হয়ে গেছ দেখে শুনে, না?

অলকা। কাকাবাবু কোথায় গেছেন?

গোবিন্দ। কবিরাজের বাড়ী। তুমি বস, আমি আসছি।

[বুরুষ হাতে গোবিন্দর প্রস্থান। অন্য দিক থেকে কথা বলতে বলতে রজত ও শুভেন্দুর প্রবেশ।]

রজত। তাই তো বলছিলুম, এ রকম ছেলের বাপ হওয়া গর্বের বিষয়, গৌরবের বিষয়।

শুভেন্দু। সত্যিই ভাই, এই যে অলকা কখন এলি ?

অলকা। অনেকক্ষণ এসেছি বাবা।

শুভেন্দু। এঁকে প্রণাম কর।

রজত। আহা থাক। বস, চা খেয়েছ ? গবা, গবা কোথায়। ওরে গবা—

[নেপথ্যে আজ্ঞে যাই]

শুভেন্দু। দেখ রজত, আমি বলি কি হিমাচল ঘুরে এসে বিন্ধ্যাচলে বিশ্রাম। তারপর নীলাচল।

রজত। সে ভার তো তোমার ওপর। [অলকাকে] তোমার বুঝি ডাক্তারি পড়বার ইচ্ছে ?

অলকা। হ্যাঁ।

রজত। বুঝলে মা, মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। রীতিমত তদ্বির করতে হয়।

[গোবিন্দর প্রবেশ]

রজত। এই যে, কোথায় থাকিস।

গোবিন্দ। আজ্ঞে—

অলকা। কাকাবাবু।

রজত। কেন মা।

অলকা। এ আপনি কি করলেন।

রজত। কি হয়েছে ?

শুভেন্দু। কি বলছিস রে।

রজত। ও বুঝেছি। গবা, নিশ্চয় তুই ওকে ওই ছবির কথা বলেছিস ?

গোবিন্দ। আঁজ্ঞে—

রজত। কেন যে তুই সব বিষয়ে কথা বলতে যাস জানিনা।

অলকা। আমি গবাদার কাছে সব শুনেছি।

রজত। আরে ওটা তো আকাট মুখ্যু। আমি তোমাকে সব বলব। অমন ছেলে কার ঘরে ক'টা হয়। কি বল শুভেন্দু।

শুভেন্দু। সেকথা ঠিক। আচ্ছা রজত, আমরা আজ উঠি। এখানে যখন আস্তানা গেড়েছি, তখন দেখা সাক্ষাৎ হবেই।

রজত। আচ্ছা তুমি মা আবার এসো। বাড়ী তো চিনে গেলে।

অলকা। আসব কাকাবাবু।

[শুভেন্দু ও অলকার প্রস্থান। গোবিন্দ দরজা বন্ধ করে দিয়ে আসে]

রজত। হ্যাঁরে, বাঁদরটা এসেছিল।

গোবিন্দ। হ্যাঁ।

রজত। এক কথায় গেলো না কি আমার নামে বানিয়ে বানিয়ে—

গোবিন্দ। দূর করে দিয়েছি। আসামাত্রই দূর করে দিয়েছি। বলেছি—[কেঁদে ফেলে]

রজত। বেশ করেছিস। তবে আবার বাঁদরটার জন্যে কাঁদছিস যে বড় ? কই দাদাবাবুর জন্যে একদিনও তো চোখের জল ফেলতে দেখিনি।

গোবিন্দ। বাবু।

রজত। কি।

[গোবিন্দ কিছু না বলে রজতের হাতে চিঠিটা এগিয়ে দেয় এবং নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। চিঠিটা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে রজতের মুখের চেহারা পাল্টাতে থাকে। তার চোখেমুখে যুগপৎ আনন্দ ও দুঃখের উত্তেজনা ফুটে ওঠে। জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে]

রজত। আমি কাকে নিয়ে গর্ব করব, বলে দাও ঠাকুর, বলে দাও।

[ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে আসে।]

—: শেষ :—

অন্বয়



(রচনাকাল : ৩.৪.৫৫ হইতে ৮.৬.৫৫)

—ঃ চরিত্র ঃ—

অবনীশ	...	নাট্যকার
অলকা	...	ঐ স্ত্রী
হিরণ্ময়ী	...	ঐ মাতা
যদু	..	ঐ ভৃত্য
অসিত	...	ঐ বন্ধু
বিদিশা	...	নায়িকা
সত্যজিত	...	নায়ক
দাদু	...	বিদিশার দাদু

অন্বয়

—)০(—

[অবনীশের ঘর। একপাশে একটা তক্তপোষের ওপর গোটানো বিছানা। একটি ইজিচেয়ার, একটি ছোট টেবিল ও লেখবার সরঞ্জাম, একটি পাণ্ডুলিপি। যবনিকা উঠতে দেখা গেল অবনীশ একমনে লিখে চলেছে। একটু পরে টেবিলল্যাম্পটা নিভিয়ে দিয়ে আধো অন্ধকার ঘরে একটু পায়চারী করে। পরে আলো জ্বেলে লিখতে বসে। রেকাবীতে খাবার হাতে হিরণ্ময়ীর প্রবেশ]

হিরণ্ময়ী। অবন।

অবনীশ। কি মা।

হিরণ্ময়ী। খাবারটা না খেয়েই লিখতে বসে গেলি।

অবনীশ। বড় জরুরী কাজ মা।

হিরণ্ময়ী। [খাবারের রেকাবী এগিয়ে দিয়ে] জরুরী না হাতি। নাটক লেখা তোর এক বাতিক।

অবনীশ। আমার অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু জান মা, আমি ভাল বলতে পারি না। তা ছাড়া শুনছেই বা কে। তাই তো লিখে রাখি।

হিরণ্ময়ী। নে, এখন এগুলো খেয়ে নে। অবন—

অবনীশ। বল।

হিরণ্ময়ী। হ্যাঁরে, জগদীশের কোন চিঠি এসেছে ?

অবনীশ। দাদার কোন চিঠি তো আসেনি।

হিরণ্ময়ী। তাই ভাবছি। বিয়ে থা করল না। বাইরের চাকরী নিয়ে একা একা থাকে। ওর জন্য আমার বড় ভাবনা হয়।

অবনীশ। তুমি বরাবর দাদার কাছে থাক, তাই তার জন্য তোমার মন কেমন করছে। কিন্তু দাদা তো কচি ছেলেটি নয়।

হিরণ্ময়ী। ওটা ফেলিসনি বাবা। ওটুকু খেয়ে নে। ছেলে বিদেশে থাকলে সব মায়েরই ভাবনা হয়। তুই বরং তোর দাদাকে একটা চিঠি লিখে কালই পোষ্ট করে দে।

অবনীশ। তুমি ভেবোনা। দাদাকে আমি কালই লিখে দোব।

হিরণ্ময়ী। দেখ আমি বলছিলুম কি, বৌমা তো এখন অনেকটা সামলেছে, আমাকে না হয় তোর দাদার কাছেই রেখে আয়।

অবনীশ। তুমি চলে যেতে চাইছ মা। আমি জানি কেন তুমি চলে যেতে চাইছ। তোমাকে এখানে রাখবার অধিকার বুঝি আমার নেই।

হিরণ্ময়ী। এসব তুই কি বলছিস। মায়ের কাছে সব সন্তানই সমান। [আরও খাবার দিল]

অবনীশ। না মা আমি জানি, তোমাকে আমি এখানে রাখতে পারব না। তুমিও এখানে থাকতে পারবে না তাও আমি জানি ! শুধু তোমার বৌমার শরীরটা খারাপ বলেই—বিশেষ করে তুমি ছাড়া আর কে আছে তার এসময়ে দেখবার, তাই তো তোমাকে নিয়ে এসেছি।

হিরণ্ময়ী। অবন, আমাকে ভুল বুঝিস নি বাবা, নেহাত তোর দাদার জন্যে মনটা কেমন করছে বলেই যেতে চেয়েছিলুম।

অবনীশ। তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ মা, দাদার জন্যে মন কেমন করাটাই সব নয়। তুমি যে জন্যে যেতে চাইছ, তার জন্যে কি আমিই দায়ী?

হিরণ্ময়ী। তুই বৃথাই মন খারাপ করছিস। তুই যা বলতে চাচ্ছিস আমি বুঝতে পেরেছি। তুই কেন দায়ী হবি, কেউ দায়ী নস। সবই আমার অদৃষ্ট। কিন্তু তার জন্যে নয়রে।

অবনীশ। অদৃষ্টের দোহাই দিচ্ছ মা—বেশ তোমাকে আমি রেখেই আসব।

হিরণ্ময়ী। না তোকে রেখে আসতে হবে না—জগদীশ একাই থাক। [আরও খাবার দিল]

অবনীশ। তা হয় না মা—আমি নিজে তোমাকে দাদার কাছে রেখে আসব। তুমি কাছে না থাকলে দাদার সত্যিই অসুবিধে হবে।

হিরণ্ময়ী। তুই যা ভাল বুঝিস তাই করিস, আমি যাই।

[হিরণ্ময়ীর প্রস্থান। অবনীশ আবার লিখতে বসল। অসিতের প্রবেশ]

অসিত। এই যে নাট্যকার মশাই। এ কি! এমন মনমরা হয়ে বসে আছিস। কি ভাবছিস রে?

অবনীশ। না, কিছু নয়।

অসিত। নাটক এগুলো কতদূর?

অবনীশ। শেষদৃশ্যে পৌঁছে গেছি, আর দেরী নেই।

অসিত। এই সপ্তাহের ভেতর শেষ করে দিবি তো? ওদিকে পোষ্টার আর বিজ্ঞাপন সহর ছেয়ে ফেলেছে, তাছাড়া রিহার্সাল দিতে হবে।

অবনীশ। তোরা এত তাড়াতাড়ি পোষ্টার দিতে গেলি কেন?

অসিত। কেন আবার, টিকিট বিক্রী করতে হবে তো। ভাল প্লে produce করে আমাদের একটা সুনাম হয়ে গেছে বাজারে। তাছাড়া তোর নাটক তো আমরা পাবই।

অবনীশ। লেখা তো প্রত্যেকবারেই দিই। কপালে জোটে কাঁচকলা। চ্যারিটি শো করে পয়সা তুলে নাট্যকারের দিকে ফিরে তাকাবার সময়ই থাকে না।

অসিত। কি করব বল। ট্যাক্সের চাপে নিজেদেরই খেসারত দিতে হয়। তবে এবারে তোকে কিছু রয়ালটি দেবার ব্যবস্থা করেছি। আমি মিটিংএ এ কথা তুলেছি। কাগজ আর মগজ, দুটোর একটারও অন্তত দাম দেব। আশা করছি তোর পাওনা থেকে এবারে তুই বঞ্চিত হবি না। এদিকে কতদূর?

অবনীশ। একটু চেপে বসলে লেখাটা শেষ হয়ে যায়, কিন্তু কেবলই বাধা পাচ্ছি।

অসিত। কেন?

অবনীশ। কতকগুলো সাংসারিক ব্যাপার।

অসিত। কি ব্যাপার। বৌদি বুঝি লিখতে দেয় না।

অবনীশ। দূর, তা নয়। [অসিতের কানে কানে কিছু বলে।]

. অসিত। ও, এই ব্যাপার। আমি বলি কি, এটা তো গুড নিউজ।

অবনীশ। সে তুই বুঝবি না।

অসিত। বুঝে কাজ নেই। তোকে একটা কথা বলব, অবশ্য যদি কিছু না মনে করিস।

অবনীশ। তুই বিয়েথা করিসনি। এ ব্যাপারে তোর কাছে আমার শোনবার কিছু নেই।

অসিত। আমি নাটকের কথা বলছি।

অবনীশ। তা হ'লে বল।

অসিত। তোর নাটকটা মন্দ হয়নি। তবে কমার্শিয়াল প্যাঁচ কিছু নেই। আর তাছাড়া দুএকটা জায়গায় সামান্য অদলবদল করলে, অবশ্য যতটা পড়েছি, মন্দ হবে না।

অবনীশ। জীবনের ভালমন্দ সব রকম অভিজ্ঞতা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছি।

অসিত। সে তোকে করতেই হবে।

অবনীশ। অভিজ্ঞতা অর্জন করার চেয়েও, অভিজ্ঞতা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করা আরও শক্ত।

অসিত। আর তার চেয়েও বেশী শক্ত সেই অভিজ্ঞতাকে গুছিয়ে প্রকাশ করা। সে ক্ষমতা তোর আছে বলেই তো তোর কাছে আসি।

অবনীশ। আমি লক্ষ্য করেছি, সামান্য একটা ভুলবোঝাবুঝি থেকে কি প্রলয় কাণ্ড ঘটে যায় এক একটা সংসারে।

অসিত। তাই বুঝি নাটকের নাম দিয়েছিস, 'ভুলের বোঝা'।

অবনীশ। হ্যাঁ। অবশ্য অভিনয়ের সাফল্য তোদের ওপরেই নির্ভর করে।

অসিত। তার মানে ?

অবনীশ। তোদের মত Director, রাঙাদার মত প্রোডিউসার থাকলেই না নাটক হবে মর্ম্মস্পর্শী। ইমোশন আর

ইমাজিনেশন কোথায় কি ভাবে প্রয়োগ করতে হবে, সে নিপুণতা আমার চেয়েও তোদের বেশী।

অসিত। ঠাট্টা করছিস।

অবনীশ। না রে ঠাট্টা নয়। কথাটা হচ্ছে—

অসিত। আর কোন কথা নয়। ব'কে ব'কে তেষ্টা পেয়ে গেল। একটু গলাটা ভেজাবার বন্দোবস্ত কর দেখি।

অবনীশ। এর মধ্যে কি রে?

অসিত। এর মধ্যে মানে?

অবনীশ। আমি বলছি, সত্যজিত আর বিদিশার চা মিষ্টি খাওয়া শেষ হোক আগে। এই দৃশ্যটাই তো লেখা শেষ করলুম।

অসিত। ওদের মিষ্টি খাওয়ানো তো তোর হাতে। কলমের এক আঁচড়ে বিদিশাকে মিষ্টির থালা হাতে প্রবেশ করিয়ে দিবি তারপর আর এক আঁচড়ে সুরু হবে duet গান।

অবনীশ। তোর মাথায় কিসসু নেই। আগে গান, পরে মিষ্টিমুখ, বুঝলি। [অসিতের হাতে পাণ্ডুলিপিটা দিয়ে] তুই এই দৃশ্যটা পড়।

অসিত। এ যে অনেকখানি—না ভাই two leaves and a bud ছাড়া not a single page। তুই না পারিস আমিই বলে দিচ্ছি। যদু, যদু,— [যদুর প্রবেশ [

যদু। আজ্ঞে কি বলছেন।

অসিত। বলছি কি—

অবনীশ। আমি বলছি।

অসিত। না, না, আমি বলছি। বাড়ীতে গিয়ে বল—

অবনীশ। মাকে গিয়ে বলবি—

অসিত। মাকে নয়, তোর বৌদিকে বলবি- -

যদু। আজ্ঞে—

অবনীশ। গিয়ে বলবি, বাইরে আমার এক বন্ধু এসেছেন, তার জন্যে—

অসিত। বলবি, ভাল করে দুধ চিনি দিয়ে গরম গরম—

অবনীশ। এক কাপ চা।

অসিত। এক কাপ নয়, দু কাপ চা দরকার।

অবনীশ। দু কাপ কেন, আমি খাব না।

অসিত। তোর জন্যে বলতে আমার বয়ে গেছে। দু কাপই আমার।

যদু। আজ্ঞে তা হলে—

অবনীশ। হ্যাঁ, মাকে গিয়ে বলবি—

অসিত। তোর বৌদিকে বুঝলি।

যদু। আজ্ঞে হ্যাঁ। [দরজার কাছে গেল]

অবনীশ। কাকে বলবি ?

যদু। আজ্ঞে কাউকেই নয়। আমি নিজে তৈরী করে আনব। [যদুর প্রস্থান]

অসিত। এ্যাঁ, শেষে যদুর চা !

অবনীশ। পাগল হয়েছিস। মা নিজে হাতে করে দেবেন। আচ্ছা শোন, এইবার তুই এই দৃশ্যটা পড়তে শুরু কর। এর আগের দৃশ্য পর্যন্ত তোর পড়া আছে।

অসিত। তা না হয় পড়ছি। কিন্তু যদুর চা হলে আমি থেমে যাব।

অবনীশ। আচ্ছা আচ্ছা।

অসিত। [পাণ্ডুলিপির পাতা উল্টে] শেষ দৃশ্যের আগের দৃশ্য। বিদিশাদের বাড়ী। বিদিশা গান গাহিতেছে।

[নেপথ্যে যন্ত্র সংগীত সুরু হল। মঞ্চ ঘন অন্ধকার। একটি নীল পর্দা আগের দৃশ্যকে ঢাকা দেবে। একটি অর্গান, তিনটি চেয়ার থাকবে। বিদিশা অর্গানের সামনে বসে গান আরম্ভ করবে। গান সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠবে। গানটি শেষ হবার আগেই সত্যজিত বিদিশার অজান্তে ঘরে ঢুকে আড়াল থেকে গান শুনতে থাকে।]

বিদিশার গান

সুরে সুরে আমি তোমারে জাগাই
অনুরাগে রাঙে হিয়া গান গেয়ে যাই।
সোনালী স্বপ্নভরা এ মধুরাতে
এলে কুঞ্জে নিরালাতে
মধু হিল্লোলে
সুর কল্লোলে
দোলে হিয়া মরমিয়া ওগো প্রিয় তাই
তোমারে জাগাই।
নীলাকাশে রামধনু রঙ মেলেছে
মনে মনে বুঝি তারি ছোঁয়া লেগেছে
আমি আনমনে
তাই ক্ষণেক্ষণে
এই হিয়া যে রাঙাই
তোমারে জাগাই।

সত্যজিত। সুন্দর, সত্যিই সুন্দর, দিশা।

বিদিশা। এ কি! তুমি কখন এলে? চুরি করে গান শোনা ভাল নয় কিন্তু।

সত্যজিত। চুরি করেছি ঠিকই, কিন্তু এতো আমারই সম্পত্তি। গানটা আমারই লেখা।

বিদিশা। হলেই বা তোমার লেখা—তাই বলে চুপিচুপি শুনবে।

সত্যজিত। কি করব বল! আমি গান শুনতে চাইলেই অমনি গলায় ব্যথা হয় কিম্বা মাথা ধরে।

বিদিশা। বিশ্বাস কর, সেদিন কাশি হয়েছিল।

সত্যজিত। তার ওপর কাশি। বিশ্বাস করছি, কেননা শাস্ত্রে আছে বিশ্বাস সদা কর্তব্যং প্রিয়তমাসু প্রেমাষ্পদেষু চ।

বিদিশা। থাক খুব হয়েছে। আর কি নতুন গান লিখেছো, বললে না তো।

সত্যজিত। লিখেছি, তবে বিনা সুর সংযোজনায় সেগুলি কবিতা হয়ে পড়ে আছে। বড় জোর আবৃত্তি করা চলবে। শুনবে?

বিদিশা। না থাক। অসুরের তাণ্ডব সইবে না। কৃষ্ণচূড়া কেয়া করবী লজ্জায় মুখ ঢাকবে।

সত্যজিত। বটে!

বিদিশা। বটেই তো, তোমার লেখা কেউ তো ভাল বলে না, তাই ঘরে ঢুকেই বললে—সুন্দর সত্যিই সুন্দর। এটা স্রেফ নিজের প্রচার।

সত্যজিত। কখখনো নয়।

বিদিশা। আচ্ছা সত্যি করে বল তো কী সুন্দর। তোমার গানের ভাষা, না আমার গলা।

সত্যজিত। বলব, রাগ করবে না?

বিদিশা। রাগ করব কেন, বলনা। আমার গলাটাই সুন্দর না সুন্দর আমি নিজে।

সত্যজিত। সুন্দর, সত্যিই সুন্দর, তোমার ঐ গুঁপো গানের মাষ্টারের ট্রেনিং! আমার গানটার ভালই সুর দিয়েছেন।

বিদিশা। ধ্যেৎ, রাবিশ। [দরজার কাছে যায়]

সত্যজিত। চললে কোথায়। তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।

বিদিশা। বস, তোমার চা নিয়ে আসি। আগে চা, পরে কথা।

সত্যজিত। আমি চা খেয়ে এসেছি।

বিদিশা। তা হলে জলখাবার।

সত্যজিত। জলও নয়, খাবারও নয়, তোমায় কিছুই আনতে হবে না। শোনো দিশা [বিদিশা কাছে এল]। জরুরী কথাটা না হয় একটু পরেই বলছি—আমার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাও কেন বল তো। [আলিঙ্গন করতে যাচ্ছিল, এমন সময় দাদুর প্রবেশ]

দাদু। [ওদের ওই অবস্থায় দেখে গলা খাঁকারি দেয়] ইয়ে হয়েছে।

সত্যজিত। এই যে দাদু!

বিদিশা। কি দাদু, এর মধ্যে বেড়ানো হয়ে গেল ?

দাদু। তোদের ডিস্টার্ব করব জানলে, আর একটু না হয় বেড়িয়ে আসতুম। আমার এই বয়সে আমি ঘুরে বেড়াই পার্কে পার্কে আর তোরা থাক ঘরে বসে। সেই ভাল, কি বল হারজিত বাবু ?

সত্যজিত। দাদুকে তো আজকাল দেখাই যায় না।

দাদু। দেখবে কি করে ভাই। চোখের মণি যে খোঁজে কেবল দোপাটি আর খোঁপাটি। পাকাচুলে তো আর ও ছুটোর

কোনোটাই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কথাটা ঠিক বলিনি মিস্ মুগ্ধবোধ ?

বিদিশা। আঃ দাদু ! আচ্ছা দাদু, তুমি বলত গলায় ব্যথা হলে কি গান গাওয়া যায়।

দাদু। সাধারণত যায় না। তবে একজনের গলায় ব্যথা যখন আর একজনের হৃদয়ে ব্যথা আনে, তখন অবিশ্যি—

বিদিশা। থামোতো দাদু। তোমার চা নিয়ে আসি।

দাদু। সে কি দিদি। এখনকার রেওয়াজ তো এ নয়। তোরা বরং গল্প কর, তোদের চা-টা আমিই না হয় পাঠিয়ে দিই।

সত্যজিত। আমি চা খাব না।

দাদু। তাও কি কখনো হয়। তোর দিদিমা চা খেতে বললে আমি কক্ষনো না বলিনি।

সত্যজিত। বল কি দাদু !

বিদিশা ওই গুড়ের গন্ধওলা বিশ্রী চা ?

দাদু। হ্যারে। তা দিদি, ওকে তো তুই গুড়ের চা দিচ্ছিস না। তবু সত্যজিত খেতে চায় না কেন ?

বিদিশা। আমি কি জানি।

দাদু। মিষ্টির ভাগটা কম হচ্ছে বুঝি। ওইখানে তোরা ভুল করিস। মিষ্টি যদি কম দিস কখনও, তখন কায়দা করে পরিবেশন করিস। দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে।

বিদিশা। আমি মিষ্টি কম দিতে যাব কেন, ও তো মিষ্টিও খেতে চায় না।

দাদু। তাই নাকি ? বেশ, মুখের কথা নয়—আমার সামনেই পরীক্ষা হয়ে যাক্। নিয়ে আয় শিগ্‌গির থালাভরা মিষ্টি। দেখি হারজিত বাবু হারে না জেতে।

সত্যজিত। এখখুনি, মানে—

দাদু। হ্যাঁ, এখখুনি। যা যা নিয়ে আয়, লগন বয়ে গেল যে।

বিদিশা। কেমন, হয়েছে তো? [বিদিশার প্রস্থান]

সত্যজিত। আমি কিন্তু দাদু মিষ্টিমুখ করতে আসিনি মোটেই।

দাদু। মিষ্টিমুখ করতে আসবে কেন, মিষ্টিমুখ দেখতে এসেছ। কৃ ধাতুর চেয়ে দৃশ্ ধাতুর একেবারে ব্যাকরণশুদ্ধ প্রয়োগ হাঃ হাঃ হাঃ……। তা তোমাদের দেখাদেখি শেষ হলেই বলো, আমরা বুড়োহাবড়ারা পাকাদেখার বন্দোবস্ত করব।

সত্যজিত। কিন্তু আমি যে এদিকে বিদিশাকে নিয়ে বিপদে পড়ে গেছি।

দাদু। বিপদ কি রকম? বিনুনীর পাকে ফেলেছে বুঝি। কিছু ভেবো না ভাই, শেষ পর্যন্ত ওকেই সাতপাক ঘুরতে হবে। তবে দেখিস, জট পাকিয়ে ফেলিসনি যেন।

সত্যজিত। জট যদি পাকিয়েই ফেলি দাদু, তা হলে ভয় নেই। মহাদেবের মত মাথায় করে রাখব তরঙ্গিণী তোমার ঐ নাতনীকে।

দাদু। সাবাস ভাই, এই তো মরদের মত কথা। বিপত্তারণ তো হারজিতবাবু নিজে।

সত্যজিত। না দাদু, বিদিশাকে নিয়ে বিপদের অন্ত নেই।

দাদু। আবার কি বিপদ! প্রজাপতি ধরতে গেলে অমন ধারা বিপদ হয়েই থাকে। হ্যাঁরে, নাতনী বুঝি অপছন্দ করেছে।

সত্যজিত। তা নয়, বিদিশা বলছিল—

[চা ও মিষ্টিখাবার নিয়ে বিদিশার প্রবেশ]

বিদিশা। আমার নামে কি নালিশ করছ শুনি?

দাতু। ও বলছিল, বিদিশা মাঝে মাঝে এমন দিশাহারা হয়ে যায় যে কি করে আর কেন করে, কারও সঙ্গে কারও সামঞ্জস্য থাকে না। ঠিক কি না ?

সত্যজিত। হ্যাঁ, মানে না।

বিদিশা। তার মানে ?

দাতু। মানে আরও বলছিল—

বিদিশা। আমার অসাক্ষাতে আমার নামে কিছু বলা রীতিমত অন্যায়।

সত্যজিত। না, মানে হ্যাঁ।

দাতু। তা অন্যায় বৈকি। তা দেখ মিস্ মুগ্ধবোধ, আমরা দুজনে রসনা তৃপ্ত করব আর তুমি দাঁড়িয়ে দেখবে, সেটি হচ্ছে না।

বিদিশা। বেশ আমারও চা'টা নিয়ে আসছি।

দাতু। আহা থাক থাক। মিষ্টিমুখের আসরে মিষ্টি আর দৃষ্টি বিনিময় হোক নিরিবিলিতে। [নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে] অবাঞ্ছিত নিমকীর দল যাক সরে।

বিদিশা। দাতু, আবার।

দাতু। লজ্জা কি দিদি। এতো আর বিশ্রী গন্ধওলা গুড়ের চা নয় যে হাতে করে তুলে দিলে ফেলে দিবি।

[সত্যজিত চায়ের কাপ এগিয়ে দেয় বিদিশাকে]

দাতু। তবে চুরি করে খাসনি।

বিদিশা। আমি চুরি করব কেন। ওই তো চুরি করে আমার গান শুনলো।

দাতু। [সত্যজিতকে নিজের কাপটা এগিয়ে দিয়ে] বটে বটে। একেবারে চুরি করে শোনা। একেবারে মন চুরি করে বসে আছিস।

বিদিশা। দাদু কি হচ্ছে।

দাদু। বোস ভাই হারজিত বাবু, কিন্তু খুব সাবধান।

সত্যজিত। চুরি করে না হয় গানটাই শুনেছি, সাবধান হতে হবে কিসের জন্য বলুন তো।

দাদু। ওই সিংগুলো বাহারে বটে, তবে গুঁতো মারলেই যে বিপদ।

সত্যজিত। সিং? কার সিং—

দাদু। তোমার পার্শ্ববর্তিনী চঞ্চলা বনহরিণীর কথা বলছি।

বিদিশা। দাদু, ভাল হচ্ছে না বলছি।

দাদু। রাগ করছিস কেন দিদি, আমি তো চলেই যাচ্ছি।

বিদিশা। আমি কি যেতে বলেছি?

দাদু। [চলে যেতে যেতে] থাকবার কি উপায় আছে, the God that failed.........হাঃ, হাঃ, হাঃ।

[দাদুর প্রস্থান—বিদিশা মিষ্টির থালাটা সত্যজিতের দিকে এগিয়ে দেয়]

সত্যজিত। মিষ্টি থাক, তোমার সঙ্গে জরুরী কথাটা আগে শেষ করে নিই। কি ঠিক করলে?

বিদিশা। কি কথা।

সত্যজিত। কেন, জান না?

বিদিশা। ও বুঝেছি, সে আমি পারবো না।

সত্যজিত। তুমি কেন অবুঝ হচ্ছ, ভেবে পাচ্ছি না। যা সম্ভব নয়—

বিদিশা। কেন সম্ভব নয়।

সত্যজিত। অন্যায় জেদের ফল কোনদিন ভাল হতে পারে না।

বিদিশা। আমি তো আর সম্পর্ক তুলে দিতে চাই না।

সত্যজিত। ও রকম সম্পর্ক রাখাও যা, না রাখাও তাই। আগুন নিয়ে খেলা করতে যাচ্ছ তুমি।

বিদিশা। ঘরের মধ্যে দাহ্য বস্তু থাকলে একদিন তা জ্বলে উঠবেই। তাকে ছাই চাপা দিয়ে রাখাটা নিতান্ত ছেলেমানুষী।

সত্যজিত। দাহ্যবস্তু! ও বুঝেছি। আলো আর আগুনে তফাৎটা বুঝতে পারোনি তুমি।

বিদিশা। আগুনের শিখায় সব জ্বলে পুড়ে যাবে। আলোয় কি কাজ হবে।

সত্যজিত। হীরেকে বাদ দিয়ে হীরের আংটির প্রশংসা করছ তুমি।

বিদিশা। তুমি নিজেই বলেছ, আমাদের বিয়েতে তোমার বাবার মত নেই।

সত্যজিত। কোনদিন তাঁর মতের পরিবর্তন হবে না, এমন কোন কথা নেই। ব্যাপারটা কি জান, তাঁর আশীর্ব্বাদ আমাদের পেতেই হবে।

বিদিশা। কি করে তা সম্ভব।

সত্যজিত। এটা বোঝ না যে রোষের রোদ্দুরের চেয়ে স্নেহের ছায়ায় থাকাটা ঢের ভাল।

বিদিগা। তা আমিও বুঝি।

সত্যজিত। না। তুমি হয় বোঝ না, কিম্বা বুঝতে চাও না। তোমার সমস্ত জানাটাই ভুলের ওপর ভিত্তি করা।

বিদিশা। তোমার মুখেই শুনেছি তোমার পিসিমার কথা। তোমার জ্যেঠামশাই কোনদিন তাঁকে ক্ষমা করেন নি।

সত্যজিত। ঠিক শুনেছ। কিন্তু সে হচ্ছে পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। আজকের দিনে কত পরিবর্তন হয়েছে। ভুয়ো আত্ম-

সম্মানের বর্ম দিয়ে রূঢ় বাস্তবকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

বিদিশা। ও সব বইতে পড়া বিদ্যের বুলি দিয়ে সংসার চলে না।

সত্যজিত। আমিও তোমায় নীতিকথা শোনাতে আসিনি। আমি বিশ্বাস করি বাবা নিশ্চয়ই একদিন আমাদের তাঁর কাছে টেনে নেবেন।

বিদিশা। আমার অতটা বিশ্বাস নেই।

সত্যজিত। বিশ্বাস না থাকলে চলবে কেন। বিশ্বাস যেখানে প্রবল, সেখানে সম্প্রীতিটাও প্রবল। তা ছাড়া সকল অবস্থাতেই আমি তো তোমার পাশেই আছি। আমার কথাগুলো একটু ভেবে দেখো।

[বিদিশা এগিয়ে আসে—কিন্তু পরক্ষণেই তফাতে যায়]

বিদিশা। ভেবে আর দেখবো কি। [সত্যজিতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে] তুমি যা বলবে সব ঠিক, আর আমার কথার কোন দাম নেই। আমায় তুমি চাও না।

সত্যজিত। তা বলিনি আমি।

বিদিশা। নিশ্চয়ই বলেছ। আমি তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখি আর তুমি ভাবো আমি কেবল তোমাকে ঘর ভাঙবার কথা বলি।

সত্যজিত। আমি চাই—

বিদিশা। তুমি চাও না।

সত্যজিত। থামো, কি যা তা বলছ। বুঝেছি, তুমি চাও পূবের আলো। কিন্তু পূব দিকে জানলা ফোটাতে গেলে দক্ষিণের জানলাটা বন্ধ করে দিতে হবে কেন? দক্ষিণের বাতাসও তো চাই।

বিদিশা। কি বলতে চাও তুমি।

সত্যজিত। আমি চাই দক্ষিণের জানলার বাতাস এসে পূবের ফোটান নতুন জানলা দিয়ে আসা রোদের সঙ্গে মিশে ঝলমল করুক আমাদের ঘর। সত্যি কথা বলব।

বিদিশা। কি।

সত্যজিত। রামচন্দ্রকে বনবাসে যেতে হয়েছিল কৈকেয়ীর জন্য। সীতা কেন দোষের ভাগী হতে যাবে।

[বিদিশা স্তব্ধ হয়ে কথাটা শোনে। তারপর সত্যজিতের কাছে এসে তার হাত ধরে বলে]

বিদিশা। কিন্তু—

সত্যজিত। এখনও কিন্তু।

বিদিশা। তুমি যখন বলছ, আমি কিছুদিনের জন্য পরীক্ষা করতে রাজী আছি।

সত্যজিত। কিসের পরীক্ষা।

বিদিশা। সহ অবস্থানের।

সত্যজিত। পারবে। এ পরীক্ষায় তুমি জয়ী হতে পারবে, এ আমি স্থির জানি।

বিদিশা। দেখা যাক। মিষ্টিগুলো যে পড়ে রইল।

সত্যজিত। পড়ে থাকবে কেন। ওগুলো তোমার গান শোনানোর পুরস্কার।

বিদিশা। কবে আসছ ?

সত্যজিত। আসব। এবারে রঙ্গমঞ্চে পৃথিরাজের প্রবেশ। সংযুক্তা যেন তৈরী থাকে।

[হাসতে হাসতে সত্যজিতের প্রস্থান। নেপথ্যে যন্ত্রসংগীত। মঞ্চ অন্ধকার। আলো জ্বললে অবনীশের ঘর দেখা যাবে। অসিতের হাতে পাণ্ডুলিপি। টেবিলে দু কাপ চা।]

অসিত। বিদিশা হাসিতে লাগিল। এইখানে মঞ্চ ঘুরছে, কেমন ?

অবনীশ। হ্যাঁ। এরপরেই হচ্ছে নাটকের শেষ দৃশ্য। বিদিশা তার ভুল বুঝতে পেরে গড়ে তুলবে তার শান্তিকুঞ্জ।

অসিত। বেশ, তুই তা হলে যত তাড়াতাড়ি পারিস শেষ করে ফেল।

অবনীশ। সত্যজিতের পার্টটা কাকে দিবি ?

অসিত। গোপীকে দোব।

অবনীশ। ও তো চিরকাল সাইড পার্ট করে।

অসিত। এবারে ওকে দিয়েই করাব। ওর পার্টস্ আছে। আমি চলি। তুই ক্লাবে আসছিস তো।

অবনীশ। বলতে পারছি না।

অসিত। যদি পারিস তো আসিস।

[অসিতের প্রস্থান। অবনীশ পাণ্ডুলিপি নিয়ে লিখতে বসে। যদু এসে কাপ দুটো নিয়ে যায়।]

অবনীশ। যদু, যদু। [যদুর প্রবেশ]

যদু। কি বলছেন।

অবনীশ। একবার মাকে ডেকে দে তো।

যদু। আচ্ছা।

[যদুর প্রস্থান ও হিরণ্ময়ীর প্রবেশ।]

হিরণ্ময়ী। কি রে ডাকছিস কেন। ওদিকে যে তরকারী পুড়ে যাবে।

অবনীশ। আজ একাদশী। তোমার উপোষ। আজ আর রান্নাঘরে না-ই বা গেলে।

হিরণ্ময়ী। কত তিথি, কত ব্রতই তো গেল। আজ তবু নির্জলা একাদশী নয়।

অবনীশ। অলকার শরীর খারাপ হওয়া ইস্তক, সংসারের সব কাজই তো করছ। তাই বলছিলুম, একদিন কি রান্নাঘরে না গেলেই নয়।

হিরণ্ময়ী। কে করবে। ভেবেছিলুম বৌমা হয়ত এতক্ষণে ফিরে আসবে। আমাকে আর রান্নাঘরে যেতে হবে না।

অবনীশ। যত্নকে বললেই তো হোত।

হিরণ্ময়ী। আমি যখন থাকি না, তখন যত্ন করে। আমি থাকতে তা হতে দিতে পারি না।

অবনীশ। তুমিই বা অলকাকে সিনেমায় যেতে দিলে কেন।

হিরণ্ময়ী। পাশের বাড়ীর নির্মলার পীড়াপীড়িতে আর না বলতে পারলুম না।

অবনীশ। তুমি বারণ করলে সে কি যেত? তুমি তো ওকে একটু শাসন করলেই পারো। কিছু তো বলতে পারো।

হিরণ্ময়ী। যেখানে বলায় কোন ফল হয় না সেখানে মুখ নষ্ট করে লাভ কি বাবা।

অবনীশ। আশ্চর্য তোমাদের ব্যবস্থা। সহঅবস্থান করাটা তোমাদের জন্মে নয়, শাস্ত্রে কি তাই লেখা আছে।

হিরণ্ময়ী। কি বলছিস।

অবনীশ। বলছি একটু তো মানিয়ে চলবার চেষ্টা করতে পারো।

হিরণ্ময়ী। অবন, সব আধারে সব রং ধরে না। নে, এখন ডাকছিলি কেন বল।

অবনীশ। [জামা গায়ে দিতে দিতে] আমি একবার বেরুচ্ছি। যদি ফিরতে দেরী হয়, ভাত চাপা দিয়ে রেখো।

হিরণ্ময়ী। আচ্ছা। দেখি তরকারীটা বোধ হয় পুড়েই গেলো।

[হিরণ্ময়ীর প্রস্থান]

অবনীশ। সহ অবস্থানের একটা ফরমূলা আমায় বার করতেই হবে। আমার সমস্ত রচনাকে ব্যর্থ প্রমাণিত না করা পর্যন্ত এদের স্বস্তি নেই।

[যদুর প্রবেশ]

যদু। দাদাবাবু।

অবনীশ। কি রে।

যদু। একটা টাকা দিতে হবে।

অবনীশ। কেন?

যদু। মা বললেন সুপুরী কিনতে হবে। বৌদির যা দিস্তে দিস্তে পান খাওয়া!

[অবনীশ টাকা বের করে দেয়—যদুর প্রস্থান]

অবনীশ। ভার্য্যা ভর্ত্তুং প্রিয়া যস্য তস্য নিত্যোৎসবং গৃহম্। আমার গৃহে, হে চাণক্য, নিত্য উৎসব—দাম্পত্য কলহোৎসব।

[প্রস্থান]

[হিরণ্ময়ীর প্রবেশ]

হিরণ্ময়ী। অবন কি চলে গেলি। এই এক ছেলে আমার, নাটক নাটক করে পাগল।

[ঘর গোছাতে থাকে—এমন সময় বাইরে থেকে অলকার প্রবেশ]

অলকা। উনি কি ফিরেছেন, মা?

হিরণ্ময়ী। হ্যাঁ। আবার বেরিয়েছে।

অলকা। কোথায় গেছে?

হিরণ্ময়ী। তা তো জানি না।

অলকা। আপনি তো জেনে নিতে পারতেন।

হিরণ্ময়ী। বাড়ীতে থাকলে তুমিও তো তা জানতে পারতে।

অলকা। শরীর খারাপ হলে দুদিন বিশ্রাম নেব, তাতেও কথা শুনতে হবে।

হিরণ্ময়ী। অবুঝের মতো কথা বলোনা বৌমা।

অলকা। যদু কোথায়, যদু—

হিরণ্ময়ী। যদু দোকানে গেছে। কি দরকার আমাকে বলতে পারো।

অলকা। একটা কাজের সময় তাকে পাওয়া যায় না। এখন কে যে আমার পান এনে দেয়। কি কাজে পাঠিয়েছেন তাকে।

হিরণ্ময়ী। আমি যে কাজেই পাঠাই, সেটা কি সংসারেরই কাজ নয়?

[সুপুরীর ঠোঙা হাতে যদুর প্রবেশ]

অলকা। তোকে কতদিন না বলেছি কোথাও যাবার আগে আমাকে বলে যাবি।

যদু। আজ্ঞে আপনি তো—

অলকা। কোন কথা আমি শুনতে চাই না। তোর মনিব আমি না অন্য কেউ?

হিরণ্ময়ী। মনিব তুমিই বৌমা. মনিব তুমি। ওর কি দোষ। ওকে আমি সুপুরী কিনতে পাঠিয়েছিলুম ওরই মনিবের পানের জন্যে, আমার কাজে নয়। দে, সুপুরী দে।

[যদুর হাত থেকে ঠোঙা নিয়ে দরজার কাছে গেল।]

অলকা। থাক, আপনাকে পান সাজতে হবে না।

হিরণ্ময়ী। পারব বৌমা, পারব। চা তৈরী করেছি, রান্না করেছি, পানটাও সাজতে পারব। একদিনের উপোষে আমার

শরীর ভেঙে পড়ে না। [হিরণ্ময়ীর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে অলকা মুখ ঢেকে বসল]

যদু। বৌদি।

অলকা। কি।

যদু। আমার ওপর রাগ করেছেন? আমার দোষ নেই।

অলকা। তোদের কারও কোন দোষ নেই, যত দোষ, যত ভুল আমারই। তোর দাদাবাবু কোথায় গেছে রে?

যদু। কেলাবে গেছেন।

অলকা। তুই কি করে জানলি?

যদু। আমি সুপুরী কিনতে যাচ্ছিলুম, দাদাবাবুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা। দাদাবাবুই বললেন।

অলকা। হ্যাঁরে, ওঁর কি ফিরতে দেরী হবে?

যদু। তা তো জানি না।

অলকা। মাকে বল খেয়ে নিতে, তুইও খেয়ে নে। আমি কিছু খাব না।

যদু। শরীরটা কি—

অলকা। আঃ, যা বলছি তাই কর।

যদু। আচ্ছা।

[যদুর প্রস্থান। অলকা পাণ্ডুলিপি নিয়ে দেখতে লাগল]

অলকা। নাটক আর নাটক—নাটক লিখে আমাদের একেবারে উদ্ধার করবেন।

[হিরণ্ময়ীর প্রবেশ]

হিরণ্ময়ী। এখন আবার ওটা নিয়ে পড়তে সুরু করলে, খাওয়া দাওয়া সেরে নিলেই তো হতো।

অলকা। আপনি নিজে খেয়ে নিন, আমার জন্যে ভাবতে হবে না।

হিরণ্ময়ী। ভাবতে হবে বৈকি। শুধু তোমার জন্যে নয়, অবনের জন্যে, তোমার কোলে যে আসছে তার জন্যে, তোমাদের সকলের জন্যেই আমাকে ভাবতে হবে। আমি যে মা। চল খাবে চল।

অলকা। বলেছি তো, আমি আজ খাবো না।

হিরণ্ময়ী। তুমি কার ওপর রাগ করছ বৌমা। সংসারটা তোমার একার নয়। আমাকে কি ভাত আগলে বসে থাকতে হবে।

অলকা। আমি খাব না।

হিরণ্ময়ী। আমার কথাটা শুনলেই পারতে। [হিরণ্ময়ীর প্রস্থান। অলকা পাণ্ডুলিপি নাড়াচাড়া করে।]

অলকা। যত দোষ, সব আমার, আর সকলে সাধু।

[অবনীশের প্রবেশ]

অবনীশ। কখন এলে?

অলকা। একটু আগে।

অবনীশ। খাওনি?

অলকা। না।

অবনীশ। কি ব্যাপার। বইটা ভাল হয়নি বুঝি। আর হবেই বা কি করে। সেই থোড় বড়ি খাড়া, আর খাড়া বড়ি থোড়। সেই শাশুড়ী বউয়ের ঝগড়া আর—

অলকা। তুমি তো ক্লাবে গেছলে। চলে এলে?

অবনীশ। একটা নতুন plot মাথায় এল। পাণ্ডুলিপিটা সংশোধন করতে হবে। তুমি কি নাটকটা সবটা পড়েছ? কেমন করে বিদিশা—

অলকা। আমার ব'য়ে গেছে [পাণ্ডুলিপিটা রেখে দিল] তুমি তো অভিনয় নিয়েই আছ। তোমার মাথা খারাপ,

তাই তুমি ছাইপাঁশ লেখো, আমার পড়ার অত ধৈর্য নেই।

অবনীশ। ছাইপাঁশ? পড়ে বলছ না, না পড়েই।

অলকা। পড়ব আবার কি! আমার বাবা বলেন, মিথ্যে কথা বলা যাদের স্বভাব, তারা যখন মিথ্যে কথা শোনাবার আর লোক পায় না, তখন সেই সব কথা নাটক আর উপন্যাসে লেখে।

অবনীশ। ওয়াণ্ডারফুল! চমৎকার বলেছ অলকা। থ্রি চিয়ার্স ফর ইউ-হিপ হিপ হুররে। তোমার মনের কথাটা দিব্বি তোমার বাবার নামে চালিয়ে দিলে।

অলকা। তার মানে?

অবনীশ। এটা যে তোমার বাবার কথা নয় আমি জানি। তোমার কথায় বিশ্বাস করে আমি শ্বশুর মশাইকে শ্রদ্ধার আসন থেকে অশ্রদ্ধার আসনে বসাই, এই কি তুমি চাও?

অলকা। তবে কি আমি মিথ্যে বলছি। প্রমাণ চাও?

অবনীশ। যা সত্যি তাকে প্রমাণ করতে হয় না—তা চিরকালই সত্যি, সূর্য ওঠার মত সত্যি, দিনরাত্রির মত সত্যি। কিন্তু মিথ্যেকে সত্যি বলে চালাতে গেলেই প্রমাণের দরকার হয়। মা কোথায়?

অলকা। ভেতরে।

অবনীশ। শুয়ে পড়েছেন, না কি ভাত আগলে বসে আছেন?

অলকা। আমি তো আর বলিনি। উনি যদি তোমায় দেখাবার জন্যে হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকেন, আমি কি করব?

অবনীশ। ও বুঝেছি—বিদিশার মত ভুল করে চলেছ তুমি।

অলকা। বিদিশা?

অবনীশ। 'ভুলের বোঝা' নাটকের অভিনয়ে বিদিশার ভূমিকায় তোমাকেই বোধ হয় সব চেয়ে ভাল মানাতো, কিন্তু শেষদৃশ্যটা—

অলকা। কি বলছ তুমি ?

অবনীশ। ঠিকই বলছি, কিন্তু শেষদৃশ্যটা নিয়েই ভাবনা। আচ্ছা অলকা, এ ভুল কি তোমার কোনোদিনই শোধরাবে না ?

অলকা। ভুল ?

অবনীশ। ভুল না ত কি।

[দ্রুত বেগে যদুর প্রবেশ]

যদু। [উৎকণ্ঠিত স্বরে [দাদাবাবু শিগগীর আসুন।

অবনীশ। কেন রে, কি হল ?

যদু। মা অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

অবনীশ। [লাফিয়ে উঠে] কোথায় ?

যদু। রান্নাঘরে। [যদুর প্রস্থান]

অবনীশ। এমন হবে আমি জানতুম। [দরজার কাছে গেল]

অলকা। তোমাদের এই ঘরে বাইরে অভিনয় আমার আর ভাল লাগে না।

অবনীশ। [ফিরে দাঁড়িয়ে] অভিনয় ! মার মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়াটাকে অভিনয় বলতে তোমার মুখে এতটুকু আটকালো না। ছিঃ অলকা, বিদিশাও এ কথা বলতে পারতো না।

অলকা। যাই দেখি আবার কি হল ?

অবনীশ। থাক, তোমার আর গিয়ে কাজ নেই—এই শরীর ছুটোছুটি করে আর আমার কাজ বাড়িয়ো না। বিছানাটা পেতে দাও, মাকে এইখানে আনছি। [অবনীশের প্রস্থান]
অলকা খানিকটা অস্থির চিত্তে পায়চারী করে]

অলকা। আমার কি দোষ! শরীরটা ভাল নেই, আমাকে জানালেই তো পারতেন। [পাণ্ডুলিপিটা হাতে নিয়ে] বিদিশা, বিদিশা—পোড়ারমুখীর কথা বলতে একেবারে আত্মহারা।

[যত্নুর প্রবেশ]

যত্নু। বৌদি।

অলকা। কি।

[যত্নু কিছু না বলে পানের ডিবেটা এগিয়ে দিল]

অলকা। ওইখানে রেখে দিয়ে যা [টেবিলটা দেখিয়ে দিল। যত্নু তাই রেখে চলে যাচ্ছিল, অলকা ডাকল]—এই শোন, মা কেমন আছে রে।

যত্নু। ভাল আছেন। দাদাবাবু বললেন, ভয়ের কিছু কারণ নেই, সব ঠিক হয়ে যাবেখন।

[নেপথ্যে অবনীশের কণ্ঠ—'যত্নু, যত্নু']

যত্নু। আজ্ঞে যাই— [যত্নুর প্রস্থান]

অলকা। [পাণ্ডুলিপি নিয়ে] এটা আজ শেষ করতেই হবে। আমি দেখতে চাই বিদিশা কি করে, আমি জানতে চাই বিদিশা কে—

[অবনীশের কাঁধে ভর দিয়ে হিরণ্ময়ীর প্রবেশ। অলকা উঠে দাঁড়ায়। হিরণ্ময়ী বিছানায় শুয়ে পড়লেন]

অবনীশ। এখন কেমন বোধ করছ মা।

হিরণ্ময়ী। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। [শুয়ে পড়লেন]

অবনীশ। বেশ তুমি ঘুমোও। শোন, তুমি একটু দুধ গরম করে নিয়ে এসো তো।

হিরণ্ময়ী। থাক বৌমা। আলোটা নিভিয়ে দে অবন।

অবনীশ। একটু দুধ তোমাকে খেতেই হবে। তুমি যাও তো।

[পাণ্ডুলিপি হাতে অলকা চলে যায়।]

হিরণ্ময়ী। আলোটা নিভিয়ে দে। আর শোন, দুধ আমি খাব না।

অবনীশ। হ্যাঁ, খাবে।

হিরণ্ময়ী। পরে খাবো, বাবা।

অবনীশ। ঠিক আছে। যদু বৌদিকে বল দুধ গরম করতে হবে না।

যদু। আপনারা কি খেয়ে নেবেন।

অবনীশ। কটা বাজে [ঘড়িতে নটা বাজে] মোটে নটা। না পরে খাব। তুই যা।

[যদুর প্রস্থান। অবনীশ উঠে আলোটা নিভিয়ে দেয়। মঞ্চ অন্ধকার। মঞ্চ আধো আলোকিত হতে অলকা নিঃশব্দে এসে ইজিচেয়ারে শায়িত অবনীশের কাছে ও ঘুমন্ত হিরণ্ময়ীর কাছে একটু দাঁড়ায়। ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজার সময় সঙ্কেত। অলকা চাপা স্বরে ডাকল 'মা'। কোন সাড়া না পেয়ে আবার ডাকে 'শুনছ'। কোন সাড়া না পেয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মঞ্চ ক্রমশঃ আলোকিত হয়ে ওঠে। হিরণ্ময়ী জেগে উঠে বিছানায় বসে]

হিরণ্ময়ী। অবন। [সাড়া না পেয়ে আবার ডাকে] অবন ঘুমিয়ে পড়েছিস।

অবনীশ। কি মা।

হিরণ্ময়ী। একটু জল। [অবনীশ জল গড়িয়ে দেয়]

অবনীশ। এখন কেমন বোধ করছ মা।

হিরণ্ময়ী। ভালই। হঠাৎ কি রকম মাথাটা ঘুরে উঠল। এ রকম কখনও তো হয় না।

অবনীশ। না হওয়াটাই আশ্চর্য। এই বয়সে এত সইবে কেন। সেকালের শরীর তাই টিকে আছো—আমাদের মত ভেজাল খাওয়া শরীর হলে কোন কালে—

হিরণ্ময়ী। থাম দিকি তুই। বৌমা কোথায়?

অবনীশ। ও ঘরে আছে।

হিরণ্ময়ী। তোকে একটা কথা বলব বাবা।

অবনীশ। কিছু বলতে হবে না মা, তোমাকে আমি দাদার কাছেই রেখে আসব। আমারও বেশ মাদ্রাজ দেখা হয়ে যাবে।

হিরণ্ময়ী। বৌমা?

অবনীশ। ওকে বাপের বাড়ীতে রেখে আসব।

হিরণ্ময়ী। কি দরকার। জগুকে লিখে দে, সেই নিয়ে যাবে।

অবনীশ। কেন মা।

হিরণ্ময়ী। বৌমার কাছে আমিও থাকব না, তুইও থাকবি না, তা কি করে হয়।

অবনীশ। আমি তো ফিরে আসছি। তোমাকে নিয়ে যাব মা, তবে অশান্তির ভয়ে পালিয়ে যাওয়া চলবে না। তোমার বৌমা না হয় ভুল করেছে—তুমি কেন ভুল করবে।

হিরণ্ময়ী। কিন্তু বাবা—

অবনীশ। না, মা, বিদিশা যে আগুনকে ভয় করেছিলো সে আগুন যে আগুন নয়, আলো—এটা প্রমাণ না করে তোমার যাওয়া হতে পারে না।

হিরণ্ময়ী। কার কথা বলছিস? বিদিশা, বিদিশা কে রে?

[অলকার প্রবেশ]

অলকা। কে আমার, আমি আমি। আমাকে ঠেস না দিয়ে লিখলে তো আর নাটক লেখা যায় না। সারা 'ভুলের বোঝা' নাটকে কেবল বিদিশা আর বিদিশা। আমি সবটা পড়েছি।

অবনীশ। না, মানে ঠিক তা নয়। তা হলে মা, তুমি কবে যাবে? আমি তৈরী হই।

অলকা। কোথায় যাবেন?

হিরন্ময়ী। অবন বলছিল ও মাদ্রাজে যায়নি কখনও। এখন তো ওর দাদা রয়েছে, সেই সুযোগে আমাকে নিয়ে—

অলকা। সে কি! আমাকে ফেলে আপনার কিছুতেই যাওয়া হবে না। এ সংসার তো আপনারই।

অবনীশ। না মা, তোমাকে যেতেই হবে—দাদা একলা রয়েছে।

হিরণ্ময়ী। পাগল ছেলে কোথাকার! বৌমার এ অবস্থায় আমি কখনও যেতে পারি। যা তোরা এইবার খেয়ে নে।

অবনীশ। যাই মা। আমার একটা মস্ত বড় ভাবনা ছিল শেষদৃশ্য নিয়ে। কিন্তু সে সমস্যা মিটে গেছে। বিদিশা তার ভুল বুঝতে পেরে শান্তিকুঞ্জ গড়ে তুলবেই।

[অবনীশের প্রস্থান—অলকা হিরণ্ময়ীর কাছে আসে]

অলকা। মা।

[অলকা কাছে এসে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে]

হিরণ্ময়ী। কি বৌমা? তোমাকে ক্ষমা করতে হবে, এই তো। ক্ষমা না থাকলে আশীর্বাদ যে অপূর্ণ থাকে মা। আমার আশীর্বাদ থেকে তোমাদের তো বঞ্চিত করিনি কখনও।

অলকা। তা নয়। বলছিলুম কি, আপনাকে তো এখানে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে, আপনার ছেলেকে বলে দিন দাদাকে কয়েকদিনের জন্য কলকাতাতে আসবার জন্য লিখে দিতে। আর দাদাও তো এখানে আসেননি অনেকদিন।

হিরণ্ময়ী। আমার হ'য়ে তুমিই না হয় অবনকে বললে—সে তো ভাল কথা।

অলকা। আচ্ছা, আমিই বলব।

হিরণ্ময়ী। সেই ভাল। অবনের কপালে যখন মাদ্রাজ যাওয়া নেই, তখন জগদীশই আসুক এখানে।

অলকা। এখানে নয়, বলুন আপনার ছেলের শান্তিকুঞ্জে! বিদিশাদের নয়, আমাদের শান্তিকুঞ্জে।

[নেপথ্যে অবনীশ, 'কই গো শুনছ, ক্ষিদে পেয়েছে']

হিরণ্ময়ী। যাও মা, তোমরা খেয়ে নাও।

অলকা। যাই মা।

[অলকার প্রস্থান—হিরণ্ময়ী তার গমনপথের দিকে হাসতে থাকে—যবনিকা নেমে আসে ধীরে ধীরে।]

—ঃ শেষ ঃ—

অনুক্ত

(স্ত্রীভূমিকা বর্জিত)



(রচনাকাল : ১১.২.৫৮ হইতে ২০.২.৫৮)

—ঃ চরিত্র ঃ—

রাঙাদা, শিবেন, বিদ্যুৎ, জ্ঞান, পণ্ডিত.

শ্যামা, সুভাষ, সৌমেন এবং কেষ্টা (ভৃত্য)

* * *

'সান্ধ্যবাসর' কর্তৃক ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮ তারিখে বঙ্গীয় নাট্যসংসদ মঞ্চে (কাশিমবাজার রাজবাটি) প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীবৃন্দের নাম যথাক্রমে

রাঙাদা	...	শ্রীঅম্বর চট্টোপাধ্যায়
শিবেন	...	শ্রীদিলীপ দে
বিদ্যুৎ	...	শ্রীশশাঙ্ক চৌধুরী
জ্ঞান	...	শ্রীবিভূতি মুখার্জি
পণ্ডিত	...	শ্রীশঙ্কর প্রসাদ
শ্যামা	...	শ্রীইন্দ্রজিত সাহা
সুভাষ	...	শ্রীঅনিল ঘোষ দস্তিদার
সৌমেন	...	শ্রীমনীশ মুস্তাফী
কেষ্টা	...	শ্রীঅঙ্কুশ সেনগুপ্ত
	এবং	
গোপাল	...	শ্রীসুখেন্দু রায়চৌধুরী*

*[এই ভূমিকাটি পরে বর্জিত হয়]

অনুক্ত

—)•(—

[অবনীশ ওরফে রাঙাদার বৈঠকখানা অর্থাৎ ক্লাবঘর। একদিকে পতিত, সুভাষ, বিদ্যুৎ ও শিবেন মেঝেয় বসে তাস খেলছে। একপাশে একটা মাঝারি সাইজের টেবিল ও একটা কুঁজো ও গ্লাস। দেওয়ালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি। মধ্যে শ্যামা হারমোনিয়ম নিয়ে গান গাইছে। তার সামনে একটি বাঁধানো খাতা। এক পাশে তবলা। সময় সন্ধ্যা। যবনিকা ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই তাসের ডাক শোনা যায়]

শ্যামা। [সুরে] তোমায় আমি চিনেছি বারে বারে-এ-এ-নি সা মা পা তোমায় আমি গা ধা রে চিনেছি গা ধা রে চিনেছি···· ····

বিদ্যুৎ। শ্যামা, তুমি কি একটু থামবে?

শ্যামা। কেন?

বিদ্যুৎ। কেন আবার? [ভেংচে] গাধারে চিনেছি। তুমি গাধারে চেনো কি ঘোড়াকে চেনো, তাতে আমাদের কি।

শ্যামা। আপনি আমাকে গাধা বললেন?

বিদ্যুৎ। তা বলব কেন, বলছি চিনি চিনি করে যে চেঁচাচ্ছ, তাতে কিছু হবে না। একটু চিনি জলে গুলে সরবৎ করে খেয়ো। তাতে গলার কাজটা ভাল হবে।

শ্যামা। সামনেই গ্লে, ঠাণ্ডা সরবৎ খেলে গলা বসে যাবে যে। তখন কি আপনি গান গাইবেন ?

বিদ্যুৎ। তোমার চেয়েও ভাল পারি।

শ্যামা। তা আর জানতে বাকী নেই।

বিদ্যুৎ। বেশ বাবা, তবে চেঁচাও যত পারো।

শ্যামা। [সুরে] তোমায় আমি চিনেছি বারে বারে-নি সা মা পা গা ধা রে।

শিবেন। বিদ্যুৎ, তোমার কি খেলায় মন নেই।

বিদ্যুৎ। কানের কাছে ভ্যাজর ভ্যাজর করলে কখনও খেলায় মন বসে। এই রইল তাস। [উঠে কাগজ পড়তে বসে]

পতিত। এই জন্মে তোকে নিয়ে খেলতে বসি না। শ্যামা, ওটা রেখে আয় বোস এখানে।

শ্যামা। নি সা মা পা, নি সা মা পা-গা-ধা-রে-

শিবেন। ওরে ও শ্যামারে, গানটি থামারে।

সুভাষ। এসো শ্যামা বসে যাও।

শ্যামা। আপনাদের জ্বালায় গানটা তোলা হচ্ছে না।

শিবেন। আসরে যদি লোক তুলতে না চাও, তবে গানটা আর তুলে কাজ নেই। তার চেয়েও এস, ওদের হারিয়ে দিই।

[শ্যামা তাস খেলতে বসে। বিদ্যুৎ খেলা দেখে কিন্তু কারও সঙ্গে চোখাচোখি হলে চোখ নামিয়ে নেয়।]

সুভাষ। বিদ্যুৎদা।

বিদ্যুৎ। কি।

সুভাষ। সৌমেনদা আজ কদিন ক্লাবে আসছে না কেন আপনি জানেন না কি ?

বিদ্যুৎ। না।

পণ্ডিত। তুমি তো কিছুই জান না। জানো কেবল খবরের কাগজে মুখ দিয়ে পড়ে থাকতে।

বিদ্যুৎ। সেটা কি অন্যায় নাকি?

পণ্ডিত। তুই অত কি পড়িস বলত?

বিদ্যুৎ। পড়বার জিনিষই পড়ি। সিনেমা আর খেলার খবর ছাড়াও আরও অনেক জিনিষ আছে পড়বার।

পণ্ডিত। তা তো বটেই। যেমন আইন আদালত, পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন। কি রে খুঁজে পেলি মনের মত পাত্রী?

বিদ্যুৎ। আমার জন্যে পাত্রী খুঁজে দেখবার অনেক লোক আছে।

পণ্ডিত। তবে পড়ছিস কি শুনি? নীলনদের তীরে লালমুখোরা কি করলে, U-2 aeroplane রাশিয়ার হেঁসেলে কি দেখে এল, এই সব বোধ হয়।

বিদ্যুৎ। তা কেন? শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনীতি, সাহিত্য, কৃষি, এ সবও পড়বার জিনিষ।

শিবেন। কি বললে, কৃষি?

বিদ্যুৎ। হ্যাঁ—কৃষিবিদ্যা।

পণ্ডিত। তুমি কৃষিবিদ্যা নিয়েই থাকো। কৃষিবিদ্যা বড় বিদ্যা, হাতে-খড়ি মাঠে।

[খেলা চলতে থাকবে]

শ্যামা। আমি তো খেলতে বসেছি, বিদ্যুৎদা এবার গান সুরু করুন।

পণ্ডিত। আঃ থামো! আচ্ছা শিবেন, সৌমেনটার কোন পাত্তা নেই, কি ব্যাপার বল তো?

শিবেন। ব্যাপার আমি জানি, তবে এক কাপ চা না খেলে আমি কিছু বলছি না। ওরে কেষ্টা—

[নেপথ্যে শোনা গেল 'আজ্ঞে যাই']

পণ্ডিত। কেটলীটা নিয়ে আয়। [শিবেনকে] চায়ের তো যোগাড় হচ্ছে, বল দেখি ব্যাপারটা কি।

শিবেন। তোমরা লক্ষ্য করেছিলে কি না জানি না, ও বেচারী ইদানীং বড় মনমরা হয়ে থাকত। কিন্তু এ থেকে যে রকম মজার ঘটনা ঘটল—

পণ্ডিত। সেইটাই তো জানতে চাই।

[কেটলী হাতে কেষ্টার প্রবেশ]

কেষ্টা। ডাকছেন?

শিবেন। আজ্ঞে হঁ্যা। আপনি কি করছিলেন?

কেষ্টা। সে আর বলবেন না। সকালে রামু ধোপা বলতে এসেছিলো যে ওর ছেলের অসুখ করেছে বলে কাপড় দিতে পারবে না। বললে, ডাক্তার নাকি ছেলেকে দশলাখ পেনসিল দেবার কথা বলেছে। রামু বলছিল ও গরীব মানুষ দশলাখ পেনসিল কোথায় পাবে।

শিবেন। দেখেছো কাণ্ড, দশলাখ পেনিসিলিন দিতে বলেছে, তা হল দশলাখ পেনসিল।

পণ্ডিত। তোকে ধোপার কথাই বা কে জিজ্ঞাসা করেছে। তুই কি করছিলি?

কেষ্টা। আজ্ঞে—

শিবেন। একটু সংক্ষেপে বল বাবা।

কেষ্টা। ঐ তো বললুম, ধোপা কাপড় দেয়নি। একরাশ কাপড় সকালে সাবান দিয়ে কেচেছি, তারপর সমস্ত দিন রোদে শুকিয়ে এই এতক্ষণ ধরে সেগুলি ইস্ত্রি করছিলুম, এখন আবার রান্নার যোগাড় করতে হবে।

শিবেন। তুই রান্না করবি? বৌদি তো রয়েছেন।

কেষ্টা। বৌদি খোকাকে নিয়ে বড্ড ব্যস্ত। তা যাক্, কি আনতে হবে বলুন।

শিবেন। চট্ করে একটু চা এনে দে বাবা। [পয়সা দিল]

পণ্ডিত। ওই পয়সা থেকে দু আনার কাঁচি সিগারেট আনিস। একটা প্যাকেট চেয়ে নিস !

কেষ্টা। আচ্ছা।

পণ্ডিত। হ্যাঁরে, রাঙাদা কখন ফিরবে জানিস।

কেষ্টা। আজ্ঞে না। তবে আসছে শনিবারেই তো রাঙাদাদা-বাবুর সেজকাকার মেয়ের বিয়ে। কাল রাত্তিরে এই নিয়ে ওদের কথা হচ্ছিল। বৌদি বলছেন কানপাশা চাই, রাঙাদাদাবাবু বলছেন দুল। বৌদি বলছেন মানাবে না, রাঙাদাদাবাবু বলছেন মানাবে। শেষকালে ঠিক হল আংটি দেওয়া হবে। তাই রাঙাদাদাবাবু অফিস থেকে দোকানে গিয়ে আংটি কিনে তারপর বাড়ী আসবেন।

শিবেন। বাড়ী ফিরে তোমার মাথায় একটা গাঁট্টা মেরে তবে নিশ্চিন্ত হবেন।

সুভাষ। দেওয়াই উচিৎ, বেটা একেবারে জ্যান্ত মহাভারত।

শ্যামা। যাও যাও তুমি নিয়ে এস। এমনভাবে ওকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করার কোন মানে হয় না।

[কেষ্টা দোরগোড়া পর্যন্ত গিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল]

কেষ্টা। আজ্ঞে ক' কাপ আনব। সে দিনেতে প্রথমে দু কাপ কিনতে গেলুম, এসে দেখি আরও তিনজন, তখন আবার গেলুম। তা চা-ওলা বললে, অতবার করে যাচ্ছি কেন। তখন আমি বললুম—

শিবেন। তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না। আমরা পাঁচজন আছি, তুমি পাঁচ কাপই নিয়ে এস।

পতিত। ছ কাপই আনুক—জ্ঞান আসতে পারে এখখুনি।

শিবেন। জ্ঞান কলকাতায় ফিরেছে?

পতিত। হ্যাঁ, পরশু তার সঙ্গে দেখা হল।

বিদ্যুৎ। ওরে বাবা, জ্ঞান এলে আর এক কাপ আনিস, আপাতত অজ্ঞানদের জন্য পাঁচকাপই নিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি আসবি।

[কেষ্টার প্রস্থান। খেলা চলতে থাকে]

সুভাষ। এমন ধারা লোককেও মানুষে কাজের ভার দেয়।

শ্যামা। রাঙাদা ভালমানুষ বলেই ওকে কাজে বহাল করেছেন।

পতিত। সে কথা হাজারবার ঠিক। রাঙাদার মত ভালমানুষ পেয়েছো বলেই তুমিও ঐ মধুমাখা কণ্ঠে সুর সাধনা করতে পারছ।

বিদ্যুৎ। গাধারে চিনেছি প্রাণের সখা বলি।

[সবাই হেসে ওঠে]

শ্যামা। নিজেরা গাইতে পারেন না, অন্য লোকের চেষ্টাও সহ্য করতে পারেন না।

পতিত। সহ্য তো করছি ভাই। রাঙাদার অভিনয় প্রীতি আছে বলেই উনি ক্লাবের জন্য ঘরটা ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু যবে থেকে তুমি হারমোনিয়ম ধরেছ, আমরা নীরবেই তা সহ্য করে চলেছি।

শ্যামা। অভিনয় প্রীতি বলছেন কেন, তাঁর সঙ্গীত প্রীতিও কম নয়।

সুভাষ। আসলে রাঙাদা হচ্ছেন আমুদে লোক।

শিবেন। ঠিক বলেছ। আচ্ছা বল তো, নতুনদা, কচিদা, ফুলদা ছেড়ে উনি রাঙাদা নামটা পেলেন কি করে। পাড়ার অর্দ্ধেক লোক জানেনই না যে রাঙাদার আসল নাম অবনীশ।

সুভাষ। এ তো সোজা। বড় মেজ সেজ, ন,' তারপরেই রাঙা।

পতিত। একটু ভুল হল। ন'য়ের পরে নতুন, তারপরেই রাঙা।

শিবেন। তার কোন মানে নেই। যে ফ্যামিলিতে যে রকম। কোথাও নতুনের পর রাঙা, কোথাও ফুলের পর নতুন, কোথাও রাঙার পরই ফুল।

পতিত। তুমি বলতে চাও, কচি নতুন ফুল রাঙা হতে পারে, কিম্বা রাঙা কচি ফুল নতুন হতে পারে, অথবা নতুন রাঙা ফুল কচি হতে পারে।

শিবেন। সোজা ব্যাপারটাকে জটিল করে তুলছ। রাঙাদা হচ্ছেন রসিক লোক। সকলের মনকে রাঙিয়ে তোলেন বলেই উনি রাঙাদা। কেষ্টা ব্যাটাতো বড্ড দেরী করছে। বিদ্যুৎ একটু এগিয়ে দেখ না ভাই।

বিদ্যুৎ। এগিয়ে দেখব আমি ?

পতিত। কেন তুমি কি পার না কি ?

বিদ্যুৎ। সারাজীবন এগিয়ে গিয়ে ঠকেছি। সমস্ত পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হয়েছি, কিন্তু আমার বড়বাবু হল আমারই সহপাঠী ব্যাক-বেঞ্চার সমরেশ।

শিবেন। সেটা তার লাক্।

বিদ্যুৎ। আজ্ঞে না, সেটা হল ব্যাক ডোর এনট্রি। ওর মামা মন্ত্রী, এক নমিনেশনে চাকরী।

শিবেন। তোমাকে কোন কথাই বলাই ঝকমারী। পেছিয়েই যদি থাকবে, তাহলে কাগজে মুখ দিয়ে পড়ে আছো কেন। বেশী পড়লে এগিয়ে যাবে যে।

পতিত। সব যে চলতি খবরে ভরা।

বিদ্যুৎ। তা বলে কাগজ পড়া বন্ধ করা যায় না।

[জ্ঞানের প্রবেশ]

পতিত। এই তো জ্ঞান এসে গেছে।

শিবেন। কেষ্টাটা কি দেরী করছে দেখছো।

জ্ঞান। কোথায় সে ? চা আনতে গেছে বুঝি ?

শিবেন। হ্যাঁ। তারপর জ্ঞানবাবু ছুটিটা কি রকম কাটালে ? বাইরে গিয়েছিলে শুনলুম।

জ্ঞান। হ্যাঁ, বড়দির বাড়ীতে।

শ্যামা। কোথায় ?

জ্ঞান। ধাতকিড়ি ষ্টেশনে নেমে যেতে হয়।

সুভাষ। আপনি তো প্রত্যেকবারই এই ভীড়েতে বাইরে যান। ফ্যামিলি নিয়ে ম্যানেজ করেন কি করে।

জ্ঞান। তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই। ভীড়েতে আবার কষ্ট কি। বিনা টিকিটে যাবার একটা মওকা মেলে।

সুভাষ। বলেন কি।

জ্ঞান। হ্যাঁ। তাছাড়া বায়ু সেবন করতে তো যাওয়া। রেল কোম্পানীর দয়ায় ট্রেণের বাইরে ঝুলতে ঝুলতে সেটা ভাল রকমই হয়।

বিদ্যুৎ। ঠিক হাওয়াই সার্ট পরে হাওয়া খাওয়ার মত।

জ্ঞান। আজ রিহার্সাল বসে নি যে।

পতিত। রাঙাদা এখনও ফেরেন নি যে।

শিবেন। কেষ্টা বেটাই ডোবালে।

জ্ঞান। শুধু চা আনতে পাঠিয়েছো, না, অন্য কিছু।

শিবেন। ক্লাবের কাণ্ড তো জানো, অন্য কিছুটা আসবে কোথেকে।

জ্ঞান। বড়দির বাড়ীতে বুঝলে, শুধু চা কেউ খায় না।

[কেষ্টার প্রবেশ। এক হাতে কেটলী অন্য হাতে ভাঁড়।]

শিবেন। গেলে আর এলে বাবা।

বিদ্যুৎ। দার্জিলিং থেকে চা পাতা নিয়ে এসে, টালার ট্যাঙ্ক থেকে জল তুলে চা তৈরী করলে এর চেয়েও আগে খাওয়া হয়ে যেতো।

[হুড়োহুড়ীতে একটা ভাঁড় ভেঙ্গে গেল]

সুভাষ। ইস্‌ ভাঙ্গলে তো। চা আনতে এত দেরী হল কেন।

কেষ্টা। আপনি কাঁচের গ্লাসটা নেন। [চা ঢালতে থাকে] চা-ওলা দোকানে নেই। ওর সম্বন্ধীকে বসিয়ে সে গেছে বাইসকোপে। নতুন লোক দেখে বললুম, বাবুদের চা চাই ইস্পিশ্যাল। ও জিগেস করলে, ক কাপ করব। আমি বললুম, কাপ নয় ভাঁড়। ও বললে, ক ভাঁড়। আমি বললুম, চার কাপ কিন্তু পাঁচ ভাঁড়। ও জিগেস করলে কাপের হিসেবে দাম দোব না ভাঁড়ের হিসেবে। তখন আমি বললুম—

জ্ঞান। কিছু না বলে একটা ভাঁড় বেশী চেয়ে নিলেই তো হ'ত। একেই তো শুধু চা। আমার বড় জামাইবাবু অমন টিপিক্যাল মফঃস্বল সহরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কিন্তু সাহেব সুবোর চালটা এখনও বজায় রেখেছেন। চায়ের সঙ্গে কেক কিম্বা বিস্কুট, কিম্বা স্যাণ্ডউইচ তার চাইই।

[কেষ্টার প্রস্থান]

পতিত। এবার ক্লাবের টাকায় কিছু কাপডিস কেনা হোক।

বিদ্যুৎ। যখন হবে তখন হবে, এখন ঐ কেটলী থেকেই খাও।

[জ্ঞান কেটলী থেকে আলগোছে চা খেলো]

জ্ঞান। বড়দির বাড়ীতে বুঝলে—

পতিত। তুই থাম। শিবেন, চা তো হলো, এবার সৌমেনের কথাটা শেষ করে ফেলো।

জ্ঞান। কি ব্যাপার।

শিবেন। শোন বলি। সৌমেনের মনমরা হয়ে থাকার কারণ, নতুন বউ চিঠি দিচ্ছে না।

পতিত। এই তো ক'মাস হল বিয়ে করেছে। এখন চিঠিতে থাকবে রবীন্দ্রনাথের বাছা বাছা কবিতার লাইন।

শ্যামা। [সুরে] লিখিনু যে লিপিখানি প্রিয়তমারে—

বিদ্যুৎ। দোহাই তোমার শ্যামা, শুনতে দাও।

শিবেন। চিঠি আসবার কথা কিন্তু আসছে না।

পতিত। কিন্তু আসছে না কেন, সেটাই তো আসল খবর। সেইটাই তো চেপে রেখেছো।

শিবেন। আরে শোন শোন। ব্যাপারটা হচ্ছে যে যতদিন বাপের বাড়ী ছিল, বেশ চলছিল চিঠির আদান প্রদান, কিন্তু শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে সেও চিঠি লিখতে পারছে না, আর সৌমেনও চিঠি লিখতে ইতস্তত করছে।

জ্ঞান। কেন?

[কেষ্টার প্রবেশ। কেটলী ভাঁড় ও গেলাস নিতে লাগল]

কেষ্টা। বাবু।

শিবেন। কি রে।

কেষ্টা। ভেলোর মা কি কাণ্ডই না করলে। বৌদি খোকাকে

নিয়ে বসে আছেন, আরও অমনি গিয়ে তার কাছে হাউমাউ করে কাঁদতে সুরু করে দিলে।

পতিত। কার কথা বলছিস।

কেষ্টা। আমার ইস্ত্রির কথা বলছি। একবার কাঁদতে সুরু করলে আর থামতে চায় না।

জ্ঞান। ঠিক তোমার মত। তুমিও সুরু করলে থামতে চাও না।

শ্যামা। আঃ, কি করছেন।

কেষ্টা। আচ্ছা ওর দুঃখুটা কি বলুন তো। আমি খাটছি খুটছি, তোর জন্যে কি না করছি। বৌদির কাছে গিয়ে তোর কান্না-কাটির কি দরকার। [কেটলী ইত্যাদি নিয়ে কেষ্টার প্রস্থান]

পতিত। কেষ্টাকে কিছু বললে শ্যামা অত ফোঁস কর কেন।

শ্যামা। এটা আপনাদের অন্যায়। কথা বলে ওর মনটা একটু হয়ত হাল্কা হয়।

জ্ঞান। তুমি বেশী বকো না। তুমি ওকে আস্কারা দাও বলেই ও থামতে চায় না।

বিদ্যুৎ। আমি চলি—রিহার্সালের কোন আশা নেই।

পতিত। কাগজ হোলো, চা হোলো আর অমনি চলি।

জ্ঞান। আমিও চলি।

পতিত। তুইও উঠলি যে।

সুভাষ। আজ রাঙাদার সেই সীনটা হবে। সকলে চলে গেলে কি ভাল হবে।

শ্যামা। তাছাড়া আমার গানটাও হবে।

বিদ্যুৎ। রাঙাদা তোমার গানের বাহবা দিয়েছেন কি না জানি না তবে উনি যে রকম খেটে শেখাচ্ছেন, ওঁর ধৈর্যের প্রশংসা করতে হয়।

[আবৃত্তি করতে করতে রাঙাদার প্রবেশ]

রাঙাদা। কই কোথা পুত্র মোর, কেবা তুমি—এই যে জ্ঞানও এসে গেছো দেখছি।

পণ্ডিত। ও তো চলেই যাচ্ছিল।

রাঙাদা। বড্ড দেরী হয়ে গেল। অফিসে এত কাজ যে বলবার নয়।

পণ্ডিত। দেরী হবার কারণ আমরা জানি, আপনি আংটি কিনতে গিয়েছিলেন।

রাঙাদা। আরে না না। তোমাদের সে কথা কে বললে। ঐ কেষ্টা বুঝি।

শিবেন। তা ছাড়া আর কে। শুধু কি আংটি? রামু ধোপা, ভেলোর মা, আপনার সেজকাকার মেয়ে, চা-ওলার সম্বন্ধী—বাপ রে বাপ।

রাঙাদা। তোমরা বসো, আমি আসছি। [প্রস্থান]

জ্ঞান। রাঙাদাকে দেখে আমার ছোট মেসোমশাইর কথা মনে হয়। লোকের সঙ্গে মিশতে পারলে আর কিছু চান না। নিজে অত বড় ডাক্তার, নামের পেছনে এ বি সি ডি উল্টোপাল্টা করে লেখেন পুরো দু লাইন, অথচ প্রাকটিস করেন এক অজ পাড়াগাঁয়ে।

বিদ্যুৎ। চৌরঙ্গীপাড়ায় সন্ধ্যেবেলা দেখবে গাড়ী হাঁকিয়ে এসে একদল লোক ফুটপাতে উবু হয়ে বসে ফুচকা খাচ্ছে—অনেকটা ঠিক তেমনি।

পণ্ডিত। তোদের কেবল বাজে কথা। শিবেন, রাঙাদা আসবার আগে সৌমেনের ব্যাপারটা ইতি কর দেখি।

শিবেন। বলছিলুম কি দুজনেই চিঠি লিখতে পারছে না।

জ্ঞান। এ অসম্ভব। আমার মেজমামা সাইকোলজির প্রফেসার। তার কাছে শুনেছি ঠিক এ ধরণের—

বিদ্যুৎ। কোথাকার প্রফেসার ভাই।

জ্ঞান। হি ইস এ গ্রেট স্কলার। এত কাপ মেডেল পেয়েছেন যে তা বেচে ভাল ভাল সোনা কিনে রেখেছেন।

পতিত। কাপ মেডেল বেচে যদি ভাল ভাল সোনা কিনে রাখা যায়, তাহলে শিবেনের কথাও মিথ্যে নয়।

জ্ঞান। মিথ্যে হবে কেন। সাইকোলজিতে বলে এটা সম্ভব নয়।

পতিত। তুমি সাইকোলজির কি বোঝ।

জ্ঞান। আমার কথা নয়, এটা মেজমামার কথা।

পতিত। সোনায় খাদ আছে বুঝলে। ভোট ভিক্ষে করবার সময়েও লোকে এত মিথ্যে কথা বলে না।

জ্ঞান। আমি মিছে কথা বলেছি ?

বিদ্যুৎ। আলবৎ মিছে কথা।

শিবেন। আঃ, এই, কি হচ্ছে কি।

জ্ঞান। তুমি দেখ, ও শুধু শুধু আমাকে অপমান করলে।

পতিত। বেশ করেছি।

জ্ঞান। মুখ সামলে পতিত, একঘুঁসিতে নাক ফাটিয়ে দোব।

সুভাষ। আপনিই তো প্রথমে ডিষ্টার্ব করলেন।

শিবেন। তুমি আবার কথা বলছ কেন।

জ্ঞান। জ্ঞানরঞ্জন ব্যানার্জী বাজে কথা বলে না।

পতিত। তোমার নাকটাও অক্ষত থাকবে না। তখন তোমার ম্যাজিষ্ট্রেট জামাইবাবু, ডাক্তার ছোটমেশোমশাই কিম্বা সাইকোলজি মেজমামার দল কিছু করতে পারবেন না।

তোমার নাম জ্ঞানরঞ্জন ব্যানার্জী না হয়ে হওয়া উচিৎ ছিল গ্যাঁজারাম বাবাজী।

জ্ঞান। শুনলে তো ঐ অস্পৃশ্য অচ্ছুত পতিতটা কি রকম অপমান করলে।

শ্যামা। আপনিও তো ওকে অপমান করলেন।

শিবেন। তোমরা থামবে কি না বল। আমি ডেপুটি সেক্রেটারী হিসেবে তোমাদের শৃঙ্খলাভাঙ্গার জন্যে একটাকা করে ফাইন করলুম।

জ্ঞান। এক টাকা!

শিবেন। হ্যাঁ। এখানে আমরা আসি আনন্দ করতে, আর তোমরা সে সব ভুলে গিয়ে কথা কাটাকাটি সুরু করেছ।

পতিত। তা বলে একটাকা ফাইন।

শিবেন। হ্যাঁ। দাও, টাকা দাও। ক্লাবের নিয়ম তো জান। এ টাকা feast fund-এ জমা হবে।

পতিত। সত্যিই তো রক্তারক্তি হয়নি—আফটার অল উই আর ফ্রেণ্ডস্।

জ্ঞান। এতো শুধু তবলায় চাঁটি। তেরে কেটে তাক।

শিবেন। বটে।

জ্ঞান। এসো হে পতিত, হোক অপনীত, সব অপমান ভার।

সুভাষ। আপনাদের জন্যে সৌমেনদার ব্যাপারটা শেষ হচ্ছে না।

শ্যামা। রাঙাদা আসবেন, রিহার্সাল সুরু হবে।

বিদ্যুৎ। আর তোমার গাধার গান।

শিবেন। এবারের মত তোমাদের ফাইন ছেড়ে দিলুম। হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল, ওরা দুজনেই চিঠি লিখে পোষ্ট করতে পারছে না, কারণ সে গিয়ে পড়বে ওদের বাবার এবং শ্বশুরের হাতে।

জ্ঞান। তার কি মানে আছে।

শিবেন। মানে হচ্ছে ওদের গাঁয়ের ছোট পোষ্টাফিসে ওর বাবাই হচ্ছেন পোষ্টমাষ্টার। একলা হাতে তিনিই সব করেন, সুতরাং সব চিঠি ওঁর নজরে পড়বেই।

পণ্ডিত। তা পড়লেই বা। উনি তো আর সেন্সার করছেন না।

শিবেন। তা নয়, ওরা লজ্জায় লেখে না। বাবার হাত দিয়ে প্রেমপত্তর, বুঝলে কিনা—হাঃ হাঃ হাঃ।

বিদ্যুৎ। আশ্চর্য। বউকে চিঠি লিখবে, তাও লজ্জা।

শিবেন। লজ্জা সে জন্মে নয়। ঘন ঘন চিঠি দিলে বাবার কাছে জানাজানি হবে, সেই লজ্জা।

জ্ঞান। রিয়েলি ষ্ট্রেঞ্জ।

শিবেন। এর পরের ঘটনা হচ্ছে, সৌমেনের জবানীতে ওর বউকে আমি একটা চিঠি দিয়েছি। সৌমেন প্রথমে চটে গিয়েছিল, কিন্তু ওর সঙ্গে কথা হয়েছে যদি চিঠির জবাব আসে, তবে ক্লাবের প্রত্যেক মেম্বারকে ও মিষ্টি খাওয়াবে।

জ্ঞান। কবে খাওয়াবে ভাই। আসল খবর তো ঐটে।

শিবেন। যেদিন জবাব আসবে সেই দিনই।

জ্ঞান। চিঠিটা কবে ছেড়েছো ভাই।

শিবেন। অর্ডিনারি ডাকে দিন সাতেক আগে দিয়েছি। তবে P & T-র ব্যাপার তো, অনেক সময় এক্সপ্রেস চিঠি আসে অর্ডিনারী চিঠির পরে।

বিদ্যুৎ। নামেই প্রকাশ। P & T মানে panther and tortoise। হয় চিতাবাঘের মত গতি নয়ত কচ্ছপের মত আস্তে।

পণ্ডিত। শিবেন, তুমি এসব কথা আমাদের আগে জানাওনি কেন ভাই।

শিবেন। রাঙাদা ছাড়া আর কাউকে বলিনি।

জ্ঞান। কি লিখলে ভাই ?

শিবেন। লিখেছিলুম—[কথা শেষের আগেই script হাতে রাঙাদার প্রবেশ। শিবেন চুপ করে যায়।]

রাঙাদা। আজ বড় দেরী হয়ে গেল। আজ আর বেশী সীন্ হবে না। শ্যামা, তোমার গানটা কতদূর হল ?

শ্যামা। সবটা তোলা হয়নি।

রাঙাদা। নিষ্ঠা থাকলে একটু একটু করেই হবে। সিনসিয়ারিটি অব দি পারপাস, আগ্রহটুকু থাকলে পঙ্গুং লংঘয়তে গিরিম্। নাও সুভাষ ওঠ।

সুভাষ। আমার গলাটা আজ ভাল নেই। আমার পার্টটা কেউ প্রক্সি দিয়ে দিক।

পতিত। খুব হয়েছে, আর ঢং করতে হবে না। এ সীনে তোমার কথা নেই।

রাঙাদা। [Scriptটা পতিতকে দিয়ে] ঠিকমত বলে যেও। গোপাল কদিন বেশ করছিল, আজ আবার আসেনি।

পতিত। [সকলকে উদ্দেশ্য করে] আজ এইখান থেকে আরম্ভ হচ্ছে। 'অন্ধক মুনির আশ্রম। পুত্র সিন্ধু জল আনতে গেছে, আশ্রমে আছেন অন্ধকমুনি ও মুনির পত্নী'—

জ্ঞান। মুনিপত্নী আবার কোত্থেকে এল।

পতিত। মুনিপত্নী ছিল। রামায়ণ পড়নি ? ওটা আমরা বাদ দিয়েছি—আমাদের যে স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত।

শিবেন। আমরা Stage-এ আশ্রমের একটা অংশ দেখাচ্ছি। মুনিপত্নী অন্যদিকে থাকতে পারেন।

জ্ঞান। তা অবশ্য হতে পারে।

রাঙাদা। ঠিক আছে, তারপর।

পণ্ডিত। 'অন্ধকমুনি পথের দিকে চেয়ে বসে রয়েছেন।'

বিদ্যুৎ। অন্ধ আবার চেয়ে বসে আছেন কি রকম!

রাঙাদা। তার মানে ছেলের জন্যে প্রতীক্ষা করছেন। কেষ্টা, ওরে কেষ্টা—

[কেষ্টার প্রবেশ—হাতে মিক্সচারের শিশি ও গ্লাস। গ্লাস কুঁজোর মুখে চাপা দিল]

কেষ্টা। আজ্ঞে বাবু।

রাঙাদা। তুই এখনও যাসনি? তাড়াতাড়ি যা, বন্ধ হয়ে যাবে।

কেষ্টা। বন্ধ হয়ে গেলেও আমি নিয়ে আসব। [কেষ্টার প্রস্থান]

রাঙাদা। নাও সুরু কর।

পণ্ডিত। "এমন সময় দশরথ মৃত সিন্ধুকে কোলে নিয়ে প্রবেশ করলেন। [শিবেনকে] দশরথ, তুমি ready হও।

শিবেন। [সুভাষকে দেখিয়ে] ওই ধেড়েটাকে নিয়ে প্রবেশ করাই মুস্কিল। একটু বদলে দেওয়া যায় না।

জ্ঞান। এই রামরাজ্যে রামের বাবা হবার chanceটা কেন মিছেমিছি হারাবি।

রাঙাদা। শিবেন ঠিকই বলেছে। দশরথ সিন্ধুকে নিয়ে এসে ঠিক wings-এর পাশেই position নেবে। বেশী বইতে হবে না।

শিবেন। ঠিক আছে। চল সুভাষ।

সুভাষ। আমি তো মরে গেছি।

শিবেন। তা হলেও চল।

[বাঙাদা পদ্মাসন হয়ে টেবিলের ওপর বসলেন। শিবেন ও সুভাষ মঞ্চের একপাশে গেল। অন্যধারে জ্ঞান, বিদ্যুৎ ও শ্যামা বসল। পতিত পাণ্ডুলিপি নিয়ে একদিকে দাঁড়াল। শ্যামা হারমোনিয়ম বাজাবার উদ্যোগ করছে।]

জ্ঞান। আবার ওটাকে নিয়ে টঁ্যা ফোঁ করছ কেন ?

শ্যামা। ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউসিক দিচ্ছি।

বাঙাদা। শেষে হবে। এখন রেখে দাও। [শ্যামা রেখে দিল]

পতিত। বাঙাদা বলুন, 'বৎস সিন্ধু, বিলম্ব কি হেতু— '

বাঙাদা। 'বৎস সিন্ধু, বিলম্ব কি হেতু আজিকে
ফিরিতে তোমার—'

জ্ঞান। তোমার নয়, 'তোর'।

পতিত। তোমরা কথা বলো না। বাঙাদা আবার—

বাঙাদা। 'বৎস সিন্ধু, বিলম্ব কি হেতু আজিকে
ফিরিতে তোর।
শ্রান্ত ক্লান্ত—[নিম্নস্বরে] তারপর—

পতিত। 'বৎস মোর'

বাঙাদা। 'শ্রান্ত ক্লান্ত বৎস মোর
অন্ধ পিতার লাগি সয়েছিস যে যাতনা'

পতিত। যাতনা নয়, 'সয়েছিস যে ব্যথা'—

বাঙাদা। 'সয়েছিস যে ব্যথা,
দিবানিশি যত ক্লেশ হয় অহরহ
কে রাখে হিসাব।'—নাঃ, আমার ঠিক হচ্ছে না।

জ্ঞান। কে বললে হচ্ছে না। অ্যামেচার ক্লাবের অনেক মক্কেলকেই জানা আছে। সঙ্গীত সাধনার মত অভিনয় সাধনা করতে হয় এটা মানে ক'জন। [শিবেনের দিকে

চেয়ে] শিবেনের মত শুধু গলাবাজী করে বাজীমাৎ করার লোকের অভাব নেই।

শিবেন। খুব হয়েছে। তোমার তো ষ্টেজে উঠলেই পা ঠকঠক করে কাঁপে। শিল্পী হতে তোমার একযুগ লাগবে।

রাঙাদা। কথাটা তা নয়। আমি সিরিওকমিক পার্ট করি। হাসি কান্নার জীবনে আমি হাসির উজ্জ্বলতাকে বড় করে দেখি। অন্ধকমুনির মত সিরিয়াস রোলে আমি অচল।

বিদ্যুৎ। তা বললে হবে না। এ পার্ট আপনাকেই করতে হবে। আমাদের চ্যারিটি প্লে—উদ্দেশ্যটাই মহৎ—অভিনয়টা গৌণ।

রাঙাদা। তা বলে আমাকে দিয়ে শিল্পের অবমাননা নাই বা করলে।

জ্ঞান। তুমি থামোতো।

[সৌমেনের ব্যস্তভাবে প্রবেশ]

সৌমেন। ম্যাইরা দিছি। এই দেখ শিবেন, চিঠি আইস্যা গেছে। তর প্ল্যানডা এক্কেবারেই সফল হইছে রে।

রাঙাদা। এঁ্যা, বল কি।

জ্ঞান। ঠিক রিহার্সালের মুখে ডিষ্টার্ব করতে এল।

সৌমেন। এইট্যা তুই বুঝতে পারবি না। এই দ্যাখ।

শিবেন। কই দেখি।

বিদ্যুৎ। ওর প্রাইভেট চিঠিটা আবার দেখা কেন।

সৌমেন। [চিঠি বার করে] আলবৎ দ্যাখবো। ষাইট টাকা মাহিনার ক্যারানীর জীবনে প্রাইবেসী বইল্যা কিছু আছে নাকি। কাবলীআলারা পরযন্ত হাঁড়ির খবর রাখে।

রাঙাদা। সৌমেন, চিঠিটা তুমিই পড়ে শোনাও।

সৌমেন। শোন, কি লিখছে। নীল খামের উপর বঁ্যাকা বঁ্যাকা হাতের লেখা দেইখ্যা, তরে কি বলব ভাই—

জ্ঞান। আহা পড়েই ফেলো না।

সৌমেন। এই যে—কতদিন পর তোমার চিঠি পাইয়াছি। আচ্ছা তোমার চিঠিটা কি সত্যিই তোমার চিঠি। অন্য হাতের লেখা কেন, খুইল্যা লিখো। বাবা নিজের হাতে চিঠি দিয়া কইলেন, হতভাগা লিখছে এতদিনে। আমি তো শুইন্যা লজ্জায় মরি। তুমি যে বলেছিলে—

রাঙাদা। নো মোর। এ অংশটা আমাদের না শুনলেও চলবে।

শিবেন। সৌমেন, তোমার সঙ্গে কি কথা ছিল এ বিষয়ে—

সৌমেন। কথা যা আছিল, তাই রইছে, তার খেলাপ অইব না।

রাঙাদা। তা হলে রিহার্সাল সুরু হোক।

সৌমেন। তরা রিহার্সাল চালাইতে থাক, আমি মিষ্টি কিন্যা লইয়া আইত্যাছি।

[সৌমেনের প্রস্থান, রিহার্সাল সুরু।]

পণ্ডিত। রাঙাদা বলুন, 'দিবানিশি যত ক্লেশ হয় অহরহ কে রাখে হিসাব।'

রাঙাদা। 'দিবানিশি যত ক্লেশ হয় অহরহ
কে রাখে হিসাব। একা পুত্র তোর দ্বারা—

পণ্ডিত। 'একমাত্র পুত্র মোর, একা তোর দ্বারা

রাঙাদা। 'একমাত্র পুত্র মোর,
একা তোর দ্বারা হতেছে সমাধা নিত্য
কত কার্য। ওরে বৎস, অন্ধ অক্ষম
আমি। পিপাসায় কণ্ঠ হয় রোধ, তবু
কেন বিলম্ব বুঝিতে নারি। চলে আয় ত্বরা।

পতিত। 'ত্বরা চলে এসে—'

রাঙাদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। 'ত্বরা চলে এসে' —তারপর ?

শিবেন। রাঙাদার তো পার্ট মুখস্ত, এত ভুল হচ্ছে কেন।

জ্ঞান। আজ একটু অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে।

রাঙাদা। ন', না কিছু হয়নি।

জ্ঞান। কেষ্টা ওষুধের শিশি হাতে বেরুল। তোমার সেই গলার ব্যথাটা না কি ?

রাঙাদা। সে তো বারমাসে তের পার্বণ লেগেই রয়েছে। নাও সুরু কর।

পতিত। 'ত্বরা চলে এসে আশঙ্কা কর দূর বৎস।'

রাঙাদা। 'ত্বরা চলে
এসে আশঙ্কা কর দূর বৎস। আয়
চলে হেথা ওরে নয়ন পুতলি মোর।
[সুভাষ শুয়ে পড়ল]

পতিত। 'মুনিবর, ক্ষম মোরে'

শিবেন। 'মুনিবর ক্ষম মোরে, ক্ষম অপরাধী
নরাধমে। কে জানিত হায়, শব্দভেদী
বাণ মোর আনিবে এ বিপর্যয়। হায়
বিধাতা, এ কি কর্ম করালে তুমি মোরে !'

রাঙাদা। 'কার কণ্ঠস্বর ! কেবা তুমি, কোথা পুত্র
মোর ? নির্বাক কি কারণ ? কহ কে তুমি ?

জ্ঞান। এইখানটায় আর একটু ইমোশন দিয়ে—

বিদ্যুৎ। চোখের জলের প্লাবন বইয়ে দিতে হবে, নইলে শ্যামার ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিক খুলবে না।

শ্যামা। এরপরেই আমার বিবেকের গান। একেবারে ফাটাফাটি কাণ্ড।

[মিক্সচারের শিশি হাতে কেষ্টার প্রবেশ]

রাঙাদা। কি রে পেয়েছিস ?

কেষ্টা। কম্পোডর বাবু বললে, ওষুধের দাম বেড়ে গেছে। আমি বললুম, তা হলে এক দাগ কম দাও। তখন উনি বললে—

রাঙাদা। যা ভেতরে যা। [কেষ্টার প্রস্থান]

পতিত। রাঙাদা আবার ধরুন। 'কার কণ্ঠস্বর—

রাঙাদা। 'কার কণ্ঠস্বর, কেবা তুমি, কোথা পুত্র
মোর। নির্বাক কি কারণ ? কহ কে তুমি'

শিবেন। 'রঘুকুলজাত দশরথ আমি, নৃপ
অযোধ্যার। মোর ক্ষিপ্ত শব্দভেদী বাণ
পশিয়া তোমার পুত্রবক্ষে করিয়াছে
জীবন নাশ তার। হে গুণী, ধ্যানমগ্ন
হয়ে তুমি জানিয়াছ সব। নাহি কিছু
কহিবার। অসত্যভাষণ দিতে নারি।'

রাঙাদা। 'মৃত পুত্র আনিয়াছ দেখাতে আমায়'

শিবেন। 'পুত্র মোর হারাইলে আমাদোষে প্রভু,
আসিয়াছি আমি তাই ক্ষমা চাহিবারে।'

রাঙাদা। 'ক্ষমা ? অন্ধের যষ্ঠিরে টুটিয়াছো আজি।
ওরে নিষ্ঠুর, চক্ষের মণিসম যেবা
তারে কোথা রেখে এলি, বল শীঘ্র বল।'

শিবেন। [হাত ধরে সুভাষের কাছে এনে দিল]
'হেথায় শায়িত আছে তোমার কুমার।'

পতিত। রাঙাদা, এবার কাঁদতে কাঁদতে বলুন,
'পুত্র সিন্ধু'—

রাঙাদা। 'পুত্র সিন্ধু, কোথায় কলস তোর, কোথা
জল ? অবিরল অশ্রুজল আঁখিপাতে
শুধু। পিতৃবক্ষে হানি শেল কোথা গেলি ?

শিবেন। "মুনিবর—"

[সুভাষ নিজের পায়ে নিজে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করে]

পণ্ডিত। সুভাষ, এত ছটফট করছিস কেন ? সিন্ধুবধ হয়ে গেছে, স্রেফ মড়ার মত শুয়ে থাকবি।

সুভাষ। মশা কামড়ালে মারবো না ?

জ্ঞান। তা মারবে বৈ কি, নইলে লোক হাসানো যাবে কি করে ?

শিবেন। ধুত্তোর, দিলে ফিলিংসটা নষ্ট করে—বেশ জমেছিল।

পণ্ডিত। Start again 'মুনিবর'—

শিবেন। 'মুনিবর ক্ষম মোরে—

রাঙাদা। 'চুপ কর। সহিতে পারিনা আমি শোক।
পুত্রশোকের জ্বালা দিয়াছ এ অন্তরে ;
পুত্রে যদি ফিরে পাই মোর ক্রোড়ে, তবে
করিব ক্ষমা নিশ্চিত জানিও সে কথা।'

শিবেন। 'কেমনে তাহা সম্ভব হবে মুনিবর'

রাঙাদা। 'জানি জানি রাজা অসম্ভব এই কার্য।
পুত্রশোক পাইয়াছি আমি ; শাপ দিনু
তব প্রাণ যাবে আমাহেন পুত্রশোকে।
ওরে পুত্র, আর কেবা আছে মোর। কেবা
লবে কলস পিপাসার্ত পিতারে দিতে
জল। কেমনে সহিব জ্বালা নিরন্তর [নিম্নস্বরে] তারপর—

পণ্ডিত। তারপর—'পত্রপুষ্প কাঁদিবে যে বিজনে বিপিনে'

রাঙাদা। 'পত্রপুষ্প কাঁদিবে যে বিজনে বিপিনে
ওরে বৎস, স্নেহের পাত্র মোর কোথা
চলে গেলি—'

[হন্তদন্ত হয়ে কেষ্টার প্রবেশ। রাঙাদার কানে কানে চুপিচুপি কিছু বলেই প্রস্থান]

রাঙাদা। এক মিনিট ভাই, আমি এক্ষুনি আসছি। [রাঙাদার প্রস্থান]

শ্যামা। এমন একটা সীনে কেবলই ডিষ্টার্বান্স।

শিবেন। ভয় হচ্ছে, রাঙাদার জন্য আমার পার্টটা না ডুবে যায়।

জ্ঞান। তোমারও এমন কিছু হচ্ছে না, টিপিক্যাল যাত্রাদলের রাজার মত হয়ে যাচ্ছে। [ভেংচে] রঘুকুলজাত দশরথ আমি।

শিবেন। তাই তুই বলনা দেখি।

বিদ্যুৎ। রাঙাদার সম্পর্কে এইটুকু বলতে পারি, শেষ হাততালিটা উনিই পাবেন।

শিবেন। কেন?

বিদ্যুৎ। অথর ব্যাকিং রোল। তাছাড়া ট্রাজেডীর মজাই ওই।

শিবেন। পতিত, তুমি ভাই একটু ভাল করে প্রম্পট কর।
[রাঙাদার প্রবেশ]

রাঙাদা। নাও সুরু কর।

পতিত। দশরথ বল, 'কেমনে তাহা সম্ভব—

শিবেন। 'কেমনে তাহা সম্ভব হবে মুনিবর'
[রাঙাদা আবেগরুদ্ধ ও অশ্রুছলছল চোখে]

রাঙাদা। 'জানি জানি রাজা অসম্ভব এই কার্য।
পুত্রশোক পাইয়াছি আমি ; শাপ দিনু

তব প্রাণ যাবে আমাহেন পুত্রশোকে।
ওরে পুত্র, আর কেবা আছে মোর। কেবা
লবে কলস পিপাসার্ত পিতারে দিতে
জল। কেমনে সহিব জ্বালা নিরন্তর।
পত্রপুষ্প কাঁদিবে যে বিজনে বিপিনে।
ওরে বৎস, স্নেহের পাত্র মোর কোথা
চলে গেলি।'

[রাঙাদা কাঁদতে কাঁদতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন]

সকলে। এক্সেলেণ্ট! চমৎকার! ওয়াণ্ডারফুল! [হাততালি]

শিবেন। কে বলে রাঙাদা পারবে না।

বিদ্যুৎ। দেখলি তো আমার কথা কি রকম মিলে গেল।

[রাঙাদার প্রস্থান]

বিদ্যুৎ। সৌমেন সেই যে খাবার আনতে গেল, তার তো ফেরার নাম নেই।

জ্ঞান। চলে গেল নাকি?

[খাবারের ঠোঙা হাতে সৌমেনের প্রবেশ]

সুভাষ। এই তো এসে গেছে।

পতিত। দে ভাই, আগে আমাকে দে। ব্রাহ্মণ সন্তান আমি আশীর্ব্বাদ করছি, জন্ম জন্ম যেন তোদের স্বামীস্ত্রীর চিঠি লেখা বন্ধ থাকে।

শিবেন। দে ভাই দে, তেষ্টা পেয়ে গেছে।

[পতিত খাবার বার করে দিতে যাবে, এমন সময় নেপথ্যে মড়া কান্না শোনা গেল। 'খোকারে কোথা গেলিরে', 'খোকাবাবুগো' ইত্যাদি। সবাই উৎকর্ণ হয়ে শুনল। পতিতের হাত থেকে খাবারের প্যাকেট পড়ে গেল।]

পতিত। কি ব্যাপার, কান্নাকাটি কিসের ?

শিবেন। কি হল, কেষ্টা কেষ্টা।

[চোখ মুছতে মুছতে কেষ্টার প্রবেশ]

সকলে। কি হয়েছে রে কেষ্টা ?

কেষ্টা। রাঙাদাদাবাবুর ছোটছেলেটি একটু আগে মারা গেল।

[সকলে স্তম্ভিত হল]

বিদ্যুৎ। বাড়ীতে বাড়াবাড়ি অসুখ, অথচ আমাদের কিছুই বলা হয়নি !

জ্ঞান। রিহার্সাল না হয় বন্ধই থাকতো।

কেষ্টা। আজ সকাল থেকেই বাড়াবাড়ি চলছে। আমাকে বলেছিলেন অবস্থা খারাপ বুঝলে আমাকে চুপিচুপি জানিয়ে যাস।

[কাঁদতে কাঁদতে কেষ্টার প্রস্থান]

জ্ঞান। আশ্চর্য, মরা ছেলেটাকে দেখে এসেও নিজের পার্টটা বলছে, যেন কিছুই হয়নি।

শিবেন। অভিনয়ে পুত্র সিন্ধুকে হারানোর ব্যথা যে সত্যি সত্যি এমন নির্মমভাবে তার বুকে শেল হানবে তা কে জানত। সিন্ধু বধ হল, তার সৎকারের সময় দশরথকে থাকতেই হবে রে, থাকতেই হবে। রাঙাদা—

[শিবেন প্রমুখ একে একে সকলে ভেতরের দিকে পা বাড়ায়। ধীরে ধীরে যবনিকা নামে।]

—: শেষ :—

স্বকৃতি রায়চৌধুরী-র

তপোময় তুষারতীর্থ

৪'৫০ নঃ পঃ

কেদারবদরী ভ্রমণের সর্বাধুনিক ও সচিত্র কাহিনী।

ভূমিকা লিখেছেন প্রবীণতম সাংবাদিক

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ।

: কয়েকটি অভিমত :

"………শ্রীযুক্ত স্বকৃতি রায়চৌধুরী উন্মুক্ত চোখ নিয়ে হিমাশ্রয়ের নানাতীর্থ দেখেছেন এবং যাদের হিমালয় দর্শনের সৌভাগ্য হয়নি—তারাও এ গ্রন্থ পাঠে মানসদর্শনের সুযোগ পাবেন।………"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।



"………বিপদসঙ্কুল এই তীর্থপথে যাত্রায় তীর্থের চেয়ে পথের বিবরণই পাঠকের মনকে বেশী আকর্ষণ করে। ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর।………"

—যুগান্তর।



"………Light touches of humour brighten up the narrative part of Tapomoy Tushartirtha,

the different members of the auther's party responding sportingly to the picnic spirit which made the journey pleasant and memorable......"

—HINDUSTHAN STANDARD.



"·········গ্রন্থটি উপভোগ্য হয়েছে এই কারণে যে ডায়েরীফর্মে দিন প্রতিদিনের ঘটনা লেখা হলেও একটা শ্লিষ্ট দর্শন এবং গতি আছে। তরুণের চোখ এবং মন দিয়ে দেখারও একটা উন্মাদনা আছে। এমন কাহিনী দিয়ে সুরু করলেও গল্প রচনার ক্ষমতা সুকৃতি বাবুর মধ্যে রয়েছে। অনেকগুলি আলোক চিত্র গ্রন্থটির শোভা বৃদ্ধি করেছে।"

—দেশ।



"·········কেদারবদরী তীর্থ ভ্রমণে দল বেঁধে যাওয়ার যে আনন্দ তারই পরিচয় দিয়েছেন লেখক, এই ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে। যাত্রীদের মনটিকে নানান অবস্থায় তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। হিমালয়ের বিরাট প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য মানুষকে সহজেই দিন যাপনের গ্লানি থেকে মুক্তি দিতে পারে, তার স্বীকৃতি সারা বইটি জুড়েই রয়েছে।"

—স্বাধীনতা।